RNI No. 71057/96

অনবদ্য
মোহনা
শারদ
সংখ্যা

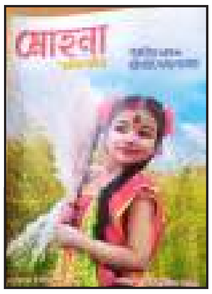

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি
আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৬, সংখ্যা: ২৩, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৮ নভেম্বর - ১ ডিসেম্বর, ২০২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 26, Issue: 23, Cooch Behar, Friday, 18 November -1 December, 2022, Pages: 8, Rs. 3

ঐতিহ্য মেনে রাস উৎসবের সূচনা করলেন জেলাশাসক

কোচবিহার: রাজ আমলের নিয়ম নিষ্ঠা মেনেই উদ্বোধন হলো ১৩৩তম ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসবের। রাস উৎসবের উদ্বোধন করলেন কোচবিহার জেলাশাসক পবন কাদিয়ান। রাজ আমল থেকে হয়ে আসছে এই রাস উৎসব। ১৮৯০ সালে কোচবিহারের মদনমোহন মন্দির স্থাপনের পর থেকে এই মদনমোহনের রাস উৎসব হয়ে আসছে। এই রাস উৎসবের উদ্বোধনে এক সময় কোচবিহারের মহারাজা নিজেই পুজোয় অংশগ্রহণ করতেন এবং কোচবিহারবাসীর মঙ্গল কামনা করতেন। বর্তমানে কোচবিহারের জেলাশাসক এই রাস উৎসবের উদ্বোধন করেন এবং কোচবিহারবাসীর মঙ্গল কামনায় রাস উৎসবের পুজোয় অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে রাজা নেই তাই এই মন্দিরের দেখাশোনা করেন দেবত্র ট্রাস্টবোর্ড। দেবত্র ট্রাস্টবোর্ডের সভাপতি হিসেবে কোচবিহার জেলাশাসক এই রাস উৎসবের উদ্বোধন করেন। রাজ আমলের এই ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব কোচবিহারের মহারাজাদের ধর্মনিরপেক্ষতার এক নিদর্শন। রাজ আমল থেকে এই রাস উৎসবের রাসচক্র তৈরি করে আসছেন এক মুসলিম পরিবার। বংশ পরম্পরায় আলতাফ মিয়ার পরিবার এই রাস উৎসবের রাসচক্র তৈরি করে। পূর্বে আলতাফ মিয়ার বাবা, ঠাকুরদারা এই রাসচক্র তৈরি করতেন। বর্তমানে আলতাফ মিয়া এই রাসচক্র তৈরি করে আসছেন। লক্ষ্মীপুজার পর থেকে নিরামিষ ভোজন করে তিনি এই রসচক্র তৈরির কাজ শুরু করেন। রাস পূর্ণিমার দিন তিনি মদনমোহন মন্দিরে এই রাসচক্র স্থাপন করেন। আর এই রাসচক্র ঘুরিয়ে শুরু হয় রাস উৎসব। আজ সন্ধ্যায় কোচবিহারবাসীর মঙ্গল কামনায় পুজোয় বসেন কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান। পুজো সম্পন্ন করেন রাজপুরোহিত হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। রাত ৯ টা ১০ মিনিটে রাসচক্র ঘুরিয়ে রাস উৎসবের উদ্বোধন করেন জেলাশাসক পবন কাদিয়ান। এরপর সাধারণ ভক্তদের জন্য মন্দিরের গেট খুলে দেওয়া হয়। এই রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে কোচবিহার মদনমোহন মন্দির এর পাশে অবস্থিত রাসমেলা ময়দানে কোচবিহার পৌরসভার পক্ষ থেকে রাস মেলার আয়োজন করা হয়।

রাসমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চ থেকে সম্প্রীতির বার্তা রবির

পার্থ নিয়োগী: ৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় কোচবিহার রাসমেলার উদ্বোধনের সময় এমজেএন স্টেডিয়ামে কোচবিহার পুরসভার সাংস্কৃতিক মঞ্চ থেকে নিজের ভাষণের সময় সম্প্রীতির বার্তা দিলেন কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রদীপ জ্বালিয়ে মেলার পুরসভার সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্বোধনের পর প্রথমে বক্তব্য রাখেন রবীন্দ্রনাথবাবু। প্রথমেই তিনি সুষ্ঠভাবে মেলার আয়োজন করার জন্য সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন এবার বেশি স্টল হয়েছে। বাংলাদেশ,অসম সহ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা এসেছেন'। এরপরই তিনি বলেন 'পাহাড়, সমতল সমস্ত মিলে সকলকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে হবে'। উল্লেখ রবিবাবুর পুরপতি হিসেবে এটাই প্রথম রাসমেলা পরিচালনা করা। এমনিতেই গত দুই বছর অতিমারির কারনে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এই মেলা। তাই রবিবাবু এবার রাসমেলাকে সার্বিকভাবে সফল করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন। সে সাথে ইউনিস্কোর হেরিটেজ তালিকায় রাসমেলাকে অর্ন্তভুক্তির জন্য বিশেষ উদ্যোগ ইতিমধ্যেই নিয়েছেন পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

অতিমারির প্রভাব কাটিয়ে ফের জমজমাট কোচবিহারের রাসমেলা

পার্থ নিয়োগী: আবার দুবছর পর চেনা ছন্দে ফিরল কোচবিহারের রাসমেলা। স্বাভাবিকভাবেই এবার রাসমেলাকে নিয়ে কোচবিহারের মানুষের উন্মাদনাও অন্যবারের তুলনায় একটু বেশীই। এবার মদনমোহনের রাস উৎসবের দিন প্রতিবারের মত মেলার উদ্বোধন হয়নি। ৭ নভেম্বর মদনমোহনের রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয় মদনমোহন বাড়িতে। আর মেলার উদ্বোধন হয় এমজেএন স্টেডিয়ামে ঠিক তারপরের দিন ৮ নভেম্বর। ৭ নভেম্বর সারাদিন উপবাস থেকে সন্ধ্যে বিশেষ পুজোয় অংশ নিয়ে রাসচক্র ঘুরিয়ে মদনমোহনের রাস উৎসবের উদ্বোধন করেন জেলাশাসক পবন কাদিয়ান। প্রথমদিন থেকেই রাসচক্র ঘুরোতে ভিড় জমান পুন্যার্থীরা। ৮ নভেম্বর মেলা উদ্বোধনের মঞ্চ থেকে সম্প্রীতির বার্তা দেন কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম পাল এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। উদ্বোধনের পর থেকে যতদিন গড়াতে থাকে ততো জমজমাট হয়ে ওঠে রাসমেলা। সন্ধ্যে হলেই ভিড় জমতে দেখা যায় সাংস্কৃতিক মঞ্চের সামনে। এবার আর দেরি নয়। মেলার দ্বিতীয়দিনেই শুরু হয়েছে সার্কাস। বিভিন্ন ফাস্টফুডের পাশাপাশি ভেটাগুড়ি,বাবুরহাটের জিলিপির দোকানেও জমছে লাইন। কম বয়সীদের মধ্যে নাগরদোলাতে চাপতে বেশ আগ্রহ নজরে আসছে। প্রথম দিন থেকেই হাজির নস্টালজিক টমটম গাড়ি। ভুটান, বাংলাদেশ, কাশ্মীরের পাশাপাশি দেশ ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা এসেছে বিভিন্ন পসরা নিয়ে। তবে এবার মৃত্যুকূপের অনুমতি দেয়নি কোচবিহার পুরসভা। তবুও সব মিলিয়ে দুবছর বাদে একদম সুপার ডুপার হিট রাসমেলা।

খাদ্য দপ্তরের উদ্যোগে ধান বিক্রি করতে পারবেন কৃষকরা

কোচবিহার: চলতি মরশুমে ধান বিক্রির জন্য সল্ট বুক কড়তে পারবেন কৃষকরা। এই স্লট বুকিং-এর মাধ্যমে তাঁদের নির্ধারিত দিনেই সহায়ক মূল্যে ধান কিনবেন রাজ্য সরকার। কৃষকদের হয়রানি রুখতে এবার এই ব্যবস্থা চালু করছে খাদ্য দপ্তর।

সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান কেনা নিয়ে কম ঝামেলা হয়না। কখনো ফড়েদের দাপটে অভাবের তাড়নায় যা দাম পান তাতেই ধান বিক্রি করতে বাধ্য হন কৃষকরা। কখনো আবার দিনভর লাইনে দাঁড়িয়েও ধান বিক্রি করতে পারেননা কৃষকরা। এছাড়া অনেকেই সরকারের অসুবিধা থাকায় সরকারের নির্ধারিত দিনে ধান ক্রয় কেন্দ্রে যেতে পারেন না। এই সব অসুবিধা দুর করতে ১ নভেম্বর থেকে গোটা রাজ্য থেকে ধান কেনা শুরু করেছে খাদ্য দপ্তর।

গোটা রাজ্যে ধান কেনা শুরু করেছে খাদ্য দপ্তর। রাজ্য থেকে এবার প্রায় ৫৫ লক্ষ্য মেট্রিকটন ধান কিনবে রাজ্য সরকার। কৃষকদের সুবিধার জন্য এবার একাধিক ব্যবস্থা রাখছে খাদ্য দপ্তর। রাজ্যে খাদ্য দপ্তরের নিজস্ব ধানক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা ৩৬৯ থেকে বাড়িয়ে ৪৫৯টি করা হচ্ছে। আগে খাদ্য দপ্তর থেকে ধান কেনার জন্য কৃষকদের একটি নির্দিষ্ট দিন ও সময় দিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু কোন কারণে ঐ দিন বিক্রয় কেন্দ্রে যেতে না পারলে পরে আবার নতুন তারিখের জন্য আবেদন করতে হত। কিন্তু নতুন দিন পাওয়া নিয়ে প্রায় সমস্যা হত। আর সেই সুযোগ নিয়ে নিত ফড়েরা। কৃষকদের বুঝিয়ে কম দামে তাদের কাছে ধান বিক্রি করতে বাধ্য করত ফড়েরা। এনিয়ে গত কয়েক বছরে বেশ কয়েক জায়গায় বেশ ঝামেলাও হয়েছে। তাই এবার খাদ্য দপ্তর প্রতিটি ধান ক্রয়কেন্দ্রে প্রতিদিন ৫০টি করে স্লট রেখেছে। কৃষকরা স্বাস্থ্য দপ্তরের পোর্টালে গিয়ে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট স্লট বুক করতে পারবেন। সেইমত তাকে ধান নিয়ে যেতে হবে। ইতিমধ্যে বিষয়টি কৃষকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ বলেন, সল্ট বুকিংয়ের মাধ্যমে আশাকরছি এবার ধান বিক্রি নিয়ে সমস্যা অনেকটাই কমবে। তিনি বলেন, ধানের সহায়ক মূল্য প্রতি কুইন্টালে ১০০ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। গত মরশুমে ধানের সহায়ক মূল্য ছিল প্রতি কুইন্টাল ১,৯৪০ টাকা। সেটা এবার হয়েছে ২০৪০ টাকা। তার সঙ্গে খাদ্য দপ্তরের ক্রয়কেন্দ্রে গিয়ে ধান দিলে প্রতি কুইন্টালে ২০টাকা বোনাস পাওয়া যাবে।

কোচবিহারের রাসমেলায় টমটম

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: কোচবিহার মদনমোহন বাড়ির রাসমেলায় ঘুরতে এসে হাতে টমটম গাড়ি না নিয়ে ফিরে যায় এরকম শিশুর দেখা পাওয়া যায় খুবই কম। মেলায় ঘুরতে আসা একদম কচিকাঁচা থেকে মোটামুটি ১০-১২ বছরের বাচ্চাদেরও টমটম গাড়ি চাই ই চাই। যদিও বর্তমান সমাজে বাচ্চাদের হাতে ইলেকট্রনিক গেমস, মোবাইল বিভিন্ন রকমের দামি খেলনা দেখা যায়। তবুও কোচবিহারের রাসমেলার অন্যতম আকর্ষণ টমটম গাড়ি আজও বাচ্চাদের আকর্ষিত করে। টমটম গাড়ি কোচবিহার রাস মেলার প্রাচীন একটি ঐতিহ্য। মেলা হবে অথচ টমটম গাড়ি থাকবে না, এরকম টা এখনো পর্যন্ত হয়নি। ২১০ বছরের ঐতিহ্যবাহী কোচবিহার মদনমোহন বাড়ির রাস মেলায় টমটম গাড়ি আজও সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বংশপরম্পরায় টমটম গাড়ির ব্যবসা নিয়ে প্রায় প্রতি বছরই কোচবিহার রাসমেলায় হাজির হন টমটম গাড়ি বিক্রেতারা। নিজের হাতে তারা মাটি, সুতো, বাঁশ, বেলুন, প্লাস্টিক ইত্যাদি সামগ্রী দিয়ে তৈরি করেন এই টমটম গাড়ি। কেউ এসেছেন বিহারের কিশানগঞ্জ থেকে আবার কেউ এসেছেন বিহারের অন্য কোন প্রান্ত থেকে। এই টমটম গাড়ি বিক্রেতারা সকলেই বাবা বা দাদুর এই ব্যবসা করে চলেছেন। বর্তমানের টমটম বিক্রেতারা জানান তারা সকলেই প্রায় বাবা, দাদাদের হাত ধরে কোচবিহারের এই রাস মেলায় ছোটবেলা থেকেই আসছেন। তারা ছাড়া এই টমটম গাড়ি আর কেউ বানাতে পারে না। তারা সকলেই নিজেদের পৈত্রিক এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। কিশানগঞ্জের ধরমগঞ্জ থেকে আসা টমটম গাড়ি বিক্রেতা সাহেব দাস জানান, "আমি গত আঠারো বছর ধরে প্রত্যেক বছর এই রাস মেলায় টমটম গাড়ি নিয়ে আসছি। এর আগে আমার বাবা প্রায় ৫০ বছর এখানে ব্যবসা করে গেছেন। বাবার হাত ধরেই এই ব্যবসায় এসেছি। বর্তমানে টমটম গাড়ির চাহিদা আগের তুলনায় একটু কমে গেছে"। বিহারের ওপর টমটম গাড়ি বিক্রেতা মোহাম্মদ আজমল জানান, "আমি আমার দশ বছর বয়স থেকে কোচবিহারের এই রাস মেলায় টমটম গাড়ি বিক্রি করে আসছি। আমার বাবা দাদুরাও এই একই ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিল। আমরা নিজেরাই গাড়ি তৈরি করে নিজেরাই বিক্রি করি। কুড়ি টাকা করে বর্তমানে একটি টমটম গাড়ি বিক্রি হয়। লাভ আমাদের খুব একটা হয় না। তবুও বংশ পরম্পরায় প্রতি বছরই টমটম গাড়ির পসরা নিয়ে আমরা কোচবিহার মদনমোহন বাড়ির রাস মেলায় হাজির হই"।

সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের অবস্থান বিক্ষোভ

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: বকেয়া ডি এ প্রদান এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সরকারী দপ্তরে সমস্ত শূন্যপদে স্বচ্ছ ভাবে স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে ১১ই নভেম্বর সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে পশ্চিম বঙ্গের সকল জেলার পাশাপাশি কোচবিহার জেলা ইউনিটের পক্ষ থেকেও ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ করা হয়। সভায় উপস্থিত সকল সংগঠণের পক্ষ থেকে উক্ত দাবির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। এরপর বিকেল ৩ টায় উপস্থিত তিন শতাধিক শিক্ষক, শিক্ষা কর্মী, কর্মচারী মিছিল করে সাগর দীঘি স্কোয়ার পরিক্রমা করে মাননীয় জেলা শাসকের দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করেন। জেলা শাসকের অনুপস্থিতিতে মাননীয় অতিরিক্ত জেলাশাসক ডেপুটেশন গ্রহন করেন।

সংগ্রামী যৌথ মঞ্চর কনভেনার অশিত দে জানান মূলত দুইটি দাবি নিয়ে রাজ্যের সমস্ত জেলাজুড়ে এই অবস্থান বিক্ষোভ এই দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ প্রদান করতে হবে ও সমস্ত শূন্য পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। তিনি আরো অভিযোগ করেন রাজ্যে লক্ষ লক্ষ শূন্যপদ পড়ে রয়েছে অথচ কোন নিয়োগ হচ্ছে না সরকার ধীরে ধীরে চুক্তিভিত্তিক কাজ করাতে চাইছে। তিনি আরো জানান যদি তাদের দাবি না মানা হয় তবে তারা আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে যাবেন ও কর্মবিরতি করবেন।

অঙ্কিতার চাকরির জেরে দুই জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শককে জেরা করল সিবিআই

কোচবিহার: রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর চাকরি নিয়ে এবার কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির দুই জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে জেরা করল সিবিআই। বিশেষ সূত্রের খবর, নির্দেশমত ৫ নভেম্বর কোচবিহার জেলা বিদ্যাল পরিদর্শক(মাধ্যমিক)বালিকা গোলে শিলিগুড়িতে সিবিআই আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করেছেন। উল্লেখ্য, তদন্তকারী অফিসাররা তাদের ডেকে পাঠানোর চিঠিতেই কিছু নথিপত্র চেয়েছিলেন।বিদ্যালয় পরিদর্শকরা সেগুলো জমা দিলে সিবিআই সেগুলি বাজেয়াপ্ত করে।

অঙ্কিতা স্কুলের চাকরিতে যোগ দেওয়ার সময় কোচবিহারের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ছিলেন বালিকা গোলে। বর্তমানে তিনি জলপাইগুড়ি জেলায় কর্মরত। সিবিআই-এর আধিকারিকরা তাঁর কাছে জানতে চান। এসএসসি থেকে পাওয়া কি কি কাগজপত্র দেখে অঙ্কিতার নিয়োগে সম্মতি জানিয়েছিলেন তিনি। তারই উত্তরস্বরূপ বালিকা গোলে সিবিআই-এর হাতে ঐ কাগজপত্র তুলে দেন।

কোচবিহারের বর্তমান জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সমরচন্দ্র মণ্ডল বলেন, অঙ্কিতার চাকরি সংক্রান্ত আমাদের কাছে যেসব কাগজপত্র সিবিআই চেয়েছিল সেগুলির আসল নথিপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বালিকা গোলে বলেন, এটা অফিশিয়াল ম্যাটার এ বিষয়ে কিছু বলা যাবেনা।

এতে মনে হচ্ছে অঙ্কিতার চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়াতেই দুর্নীতির তদন্ত শেষ করছেনা সিবিআই। বরং অঙ্কিতার চাকরি পাওয়ার পেছনে কোন অর্থনৈতিক চক্র কাজ করেছে কিনা সেটাই খতিয়ে দেখতে চায় সিবিআই। অঙ্কিতার বাবা পরেশ অধিকারী বলেন, সিবিআই কেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে ডেকেছিল সে বিষয়ে আমার কিছু জানানেই।

এদিকে শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানাগিয়েছে, চাকরির কাগজপত্র এসএসসি-র দপ্তর থেকে এলেও নিয়োগের অ্যাপ্রুভ্যাল দেন সংশ্লিষ্ট জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক। অঙ্কিতার নিয়োগে সেই অ্যাপ্রুভ্যাল দেন তৎকালীন কোচবিহারের পরিদর্শক বালিকা গোলে। কোচবিহারের বর্তমান পরিদর্শক সমরচন্দ্র মন্ডল আবার আদালতের নির্দেশে বালিকা গোলেকে বরখাস্ত করেছেন।

সিবিআই সূত্রের খবর, কাগজপত্র পরীক্ষা করে তাঁরা জানতে চান যে অঙ্কিতা যে পোস্টে চাকরি করতেন সেটি কবে তৈরি করা হয়েছে। অঙ্কিতার নিয়োগ যদি পদ সৃষ্টির আগে হয়ে থাকে তাহলে এসএসসি কর্তাদের আরও বড় বিপদে পড়তে হবে।

তৃণমূলের বুথ চলো কর্মসূচি

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: পীরপাল সিতাই বুথে তৃণমূলের বুথে চলো কর্মসূচি,উপস্থিত ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি। বুধবার দুপুর ১২ টা নাগাদ সংশ্লিষ্ট বুথের বিভিন্ন এলাকায় মানুষের বাড়ি ঘুরে ঘুরে এই কর্মসূচি পালন করে ব্লক যুব তৃণমূল ও সিতাই এক নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস। উপস্থিত ছিলেন সিতাই ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বিশু রায় প্রামানিক, সিতাই এক নম্বর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি শরৎ চন্দ্র বর্মন, যুব তৃণমূল সভাপতি কর্ণ বর্মন সহ অন্যান্যরা। এদিন এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প তুলে ধরার পাশাপশি সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন নেতৃত্বরা। এবং সেই সব সমস্যা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন তারা।

অস্ত্র গাছের কোটরে লুকিয়ে রেখে শিকার বৈকুন্ঠপুরে চোরা শিকারি

শিলিগুড়ির নেপালি বস্তি এলাকায় চোরা শিকারি গ্রেপ্তার কান্ডে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেল বনদপ্তর। তদন্তে নেমে বনদপ্তরের কর্তারা জানতে পেরেছেন যে জঙ্গলের ভেতরে নিজস্ব একটি রুট তৈরি করে নিয়েছিল চোরা শিকারি কৃষ্ণ ছেত্রী। ওই রুট ধরেই প্রতিদিন স্কুটার নিয়ে জঙ্গলের কোর এলাকায় গিয়ে বন্য জন্তুর শিকার করে তাদের চামড়া ও মাংস চড়া দামে বিক্রি করে মোটা টাকা আয় করত। শুধু তাই নয় বনকর্মীদের যাতে সহজে টের না পান সেজন্য বিভিন্ন গাছে ছোট ছোট খুপরি বানিয়ে তার মধ্যে বন্দুক থেকে শুরু করে শিকারের বিভিন্ন সরঞ্জাম রাখত। বন দপ্তর সূত্রের খবর, কৃষ্ণ ছেত্রীকে জেরা করে বেশ কিছু তথ্য মিলেছে। তবে আদৌ অভিযুক্ত সত্যি কথা বলছে কিনা সে বিষয় খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী অফিসাররা। বৈকুন্ঠপুর ডিভিশনের অ্যাডিশন্যাল ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ার্ডেন জয়ন্ত মন্ডল বলেন, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের অভিযোগ রয়েছে। তাই অনেক নতুন তথ্য সামনে আসবে। উল্লেখ্য, ৮ নভেম্বর ভোরে শিলিগুড়ির নেপালি বস্তি এলাকা থেকে কৃষ্ণ ছেত্রীকে গ্রেপ্তার করেন বনদপ্তরের বৈকুন্ঠপুর ডিভিশনের ডাবগ্রাম রেঞ্জের বনকর্মীরা। ধৃতের হেফাজত থেকে একনলা বন্দুক ও গুলি সহ একাধিক ধারালো অস্ত্র উদ্ধার হয়। এছাড়া বাড়ি থেকে দুটি কচ্ছপের খোলসহ একটি জীবন্ত ময়ূর উদ্ধার করা হয়। আর এরপরেই অভিযুক্ত কৃষ্ণা ছেত্রীকে গ্রেপ্তার করে বনদপ্তর। তবে গ্রেপ্তারের সময় মোবাইল থেকে সমস্ত তথ্য মুছে দেয় কৃষ্ণা। তাই মোবাইলে কি ছিল সে ব্যাপারে অন্ধকারে রয়েছেন বনকর্মীরা। তদন্তকারী অফিসারদের ধারণা কারা মাংস ও বন্য প্রাণীদের অঙ্গ কিনত এবং কোথায় কত টাকার ব্যবসা ছিল সেই সমস্ত তথ্য ছিল ওই ফোনে।

কৃষ্ণা ছেত্রীকে জেরা করে জানা গিয়েছে নিজের তৈরি রুটে গোটা বৈকুন্ঠপুর জঙ্গল ঘুরে বেড়াত অভিযুক্ত। রীতিমত রেইকি করে বন্য প্রাণী হত্যা করত কৃষ্ণা। তবে কৃষ্ণ একা নয়। এই কাজের সঙ্গে নেপালি বস্তি এলাকার আরও অনেকে জড়িত আছে বলে খবর পেয়েছেন বন দপ্তর। কৃষ্ণা গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই বাকিরা এলাকা ছেড়ে পালিয় গেছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

সাংস্কৃতিক মেল বন্ধনের উদ্দেশ্যে তিন দেশে ভিনটেজ রালি

মালবাজার ও জয়গাঁ: ২৮ অক্টোবর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে কিছু ভিনটেজ গাড়ির রালি কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গ হয়ে ভুটানে পৌঁছালো। ২৮ অক্টোবর সকালে চালসা থেকে জয়গাঁ গেট দিয়ে ২৬টি পুরানো আমলের গাড়ি ভুটানে প্রবেশ করে। সব মিলিয়ে গাড়িতে মোট ৩০ জন যাত্রী ছিলেন। ভুটানে পৌঁছানোর আগে চালসার রিসর্টে এক রাত কাটান গাড়ির চালকরা।

ভোর সাড়ে ছয়টার নাগাদ ভুটানের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তাঁরা। উল্লেখ্য, ১৯৩৪ সালের লাগান্ডা বেন্টলি, ১৯৫০ সালের জেমস বন্ড খ্যাত অ্যাস্টন মার্টিন ডিবি-র মত গাড়ি রয়েছে এই ভিনটেজ কার রালিতে। এছাড়াও পোর্শে, জাগুয়ার, ভলভো, মার্সেডিজ, ফেরারি সহ বিভিন্ন বিখ্যাত ব্রান্ডের গাড়ি এই ভিনটেজ কার রালিতে অংশ গ্রহণ করে। ভুটানে পাঁচদিন কাটিয়ে তারা অসমে ফিরে যাবেন। সেখান থেকে তাঁরা আবার পারি দেবেন বাংলাদেশে। শেষে ১১ নভেম্বর এই রালি ফের কলকাতায় শেষ হবে।

এই রালির উদ্যোক্তা বেলজিয়ামের ব্রাসেলস শহরের বাসিন্দা ব্রুনো কয়েন। এই যাত্রা পথে তাঁকে সঙ্গ দিয়েছেন ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিনল্যান্ড, নেদারল্যান্ড সহ আটটি দেশের প্রতিনিধিরা। এই রালিতে যেমন রয়েছেন সত্তর ছুঁইছুঁই রর্বার্ট এডওয়ার্ড। তেমনি আছেন ৩৫ বছরের ল্যারি গোমস। কলকাতায় এই রালির উদ্বোধন করেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। কলকাতা থেকে এই রালি দার্জিলিং, কালিম্পং ও সিকিম হয়ে ২৭ অক্টোবর চালসায় পৌঁছায়। উল্লেখ্য, ভারতে এই রালি আয়োজনে সাহায্য করেছে ক্লাবসাইড ট্যুর এন্ড ট্রাভেল এজেন্সি। সংস্থার কর্মকর্তা আনন্দ যোশির বক্তব্য, আমরা সারা বছর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরনের রালির আয়োজন করে থাকি। তবে এই রালি একটি অন্য মাত্রা পেয়েছে। ব্রুনো কয়েন বলেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তিন দেশ ভারত, ভুটান এবং বাংলাদেশ ধর্মীয় অ্যাধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী। হিন্দু, বৌদ্ধ এবং ইসলাম ধর্মের মেল বন্ধন এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান উপলব্ধি করাই এই ভিনটেজ কার রালির অন্যতম উদ্দেশ্য।

Vol: 26, Issue: 23, 18 November - 1 December, 2022 পূর্বোত্তর

চায়ের দাম না ওঠায় বন্ধের মুখে উত্তরবঙ্গের শতাধিক বটলিফ ফ্যাক্টরি

কেজি প্রতি চা উৎপাদনে যা খরচ হচ্ছে বিক্রি করে সেই টাকা উঠছেনা। চলতি বছরে বটলিফে গড়ে প্রতি কেজি চা তৈরিতে ১২০ টাকা খরচ হলেও তা বিক্রি হয়েছে ৯০-১০০টাকা কেজি দরে। এই পরিস্থিতিতে প্রায় বন্ধের মুখে উত্তরবঙ্গের প্রায় শতাধিক বটলিফ কারখানা। বটলিফ কারখানার মালিকদের সংগঠন নর্থবেঙ্গল টি প্রডিউসারস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কর্তারা জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি কারখানার উৎপাদন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর্থিক কারণে আবার বেশ কয়েকটি কারখানা বিক্রিও হয়ে গিয়েছে এবং বেশ কয়েকটি কারখানা বিক্রির কথাবার্তা চলছে। ফলে দুশ্চিন্তা বাড়ছে বটলিফের ওপর নির্ভরশীল উত্তরবঙ্গের প্রায় ৫০ হাজার ছোট বাগানের ৫৫ হাজারেরও বেশি ক্ষুদ্র চা চাষির। তাই এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র ও রাজ্যের কাছে ভর্তুকি দেওয়ার দাবি তুলেছেন প্রডিউসারস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সঞ্জয় ধনুটি। তিনি বলেন, কয়লা ও বিদ্যুতের দাম বেড়ে যাওয়ায় ভর্তুকি জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বটলিফ চায়ের দামের একটা বেঞ্চমার্ক নইলে এ বছর যে ভাবে আর্থিক হয়েছে তারপর বাস্তবে কারখানা চালানো আর সম্ভব নয়। আমরা কোটি কোটি টাকা ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েছি।

টি বোর্ড এবং প্রডিউসারস অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য বলছে বর্তমানে উত্তরবঙ্গে বটলিফ কারখানার সংখ্যা ২০৫। ক্ষুদ্র চা চাষিদের নিজস্ব কোন কারখানা নেই। আবার বটলিফ কারখানার মালিকদেরও নিজস্ব কোন চা বাগান নেই। মূলত ক্ষুদ্র চা চাষিদের কাছে পাতা কিনেই চা তৈরি করে বটলিফ কারখানা গুলি। ক্ষুদ্র বাগানগুলি থেকে যে পরিমাণ পাতা ওঠে তার কার্যত ৯০ শতাংশই চলে যায় বটলিফ কারখানায়। বাকি ১০ শতাংশ কিনে নেন বড় বাগানের মালিকরা।টি বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী প্রতিবছর উত্তরবঙ্গে যে পরিমাণ চা তৈরি হয় তার ৫৫ শতাংশের বেশি আসে ক্ষুদ্র চা চাষিদের পাতা থেকে। ২০২১ সালে রা জ্যে মোট ৪০৮.১৭ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদিত হয়েছে। তার মধ্যে ক্ষুদ্র চা চাষিদের বাগান থেকে উৎপাদিত চায়ের পরিমাণ ২৩৬.৩২ মিলিয়ন কেজি এবং বড় বাগানগুলির উৎপাদনের পরিমাণ ১৭১.৮৫ কেজি। ছোট চা বাগানের উৎপাদনের প্রায় সবটাই বটলিফ কারখানার।

এদিকে আবার প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে বেশি দামে পাতা কিনলেও চা বিক্রি করে উৎপাদন খরচই তুলতে পারছেননা ছোট কারখানার মালিকরা। আবার ঐ বড় কোম্পানিগুলিই হল অন্যান্য বটলিফ চায়ের সবথেকে বড় ক্রেতা। ফলে দাম নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠিও তাঁদের কাছেই থাকছে। এই সাঁড়াশি চাপের মাঝেই বেশিরভাগ কারখানার ঝাঁপ বন্ধ হওয়ার জোগাড় হয়েছে। আর এই সুযোগে ওই কোম্পানিগুলি সহযোগী সংস্থার নামে নতুন নতুন বটলিফ কারখানা খুলে চা তৈরি করছে।

বটলিফ সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন টি অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের সদস্য সৌরভ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, বটলিফের সঙ্গে ক্ষুদ্র চা চাষিদের স্বার্থ জড়িত। আমরা গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি দেখছি। কারখানার মালিক ও ক্ষুদ্র চা চাষিদের সব সংগঠনের সাথে আলোচনা করে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

রঙীন মিষ্টি আলুর পাউডার যাবে জাপান ও জার্মানিতে

ধূপগুড়ি: বাংলাদেশের একটি কৃষিজ কোম্পানির সহযোগিতায় বেগুনি ও কমলা রঙয়ের ব্যাতীক্রমী মিষ্টি আলুর চাষ শুরু করেছে জলপাইগুড়ি জেলা কৃষি দপ্তর। এই আলু থেকে তৈরি পাউডার সরাসরি রপ্তানি হবে জাপান, জামানির মত স্বাস্থ্য সচেতন দেশে। যা এখানকার কৃষিতে নতুন দিশা দেখাতে চলেছে বলেই কৃষি কর্তাদের ধারণা।

ইতিমধ্যে জেলার প্রতিটি ব্লকে কৃষকদের হাত ধরে পরীক্ষামূলক ভাবে দুই প্রকারের মিষ্টি আলু চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আপাতত পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে ধূপগুড়ির পশ্চিম মাগুরমারিকে। চাষ শুরু হয়েছে সদর ব্লকেও। মাগুরমারিতে রঙিন মিষ্টি আলু থেকে পাউডার ও চিপস তৈরির একটি ফ্যাক্টারিও তৈরি হচ্ছে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ফেব্রুয়ারি থেকেই দেশের বাইরে যাবে ঐ মিরকল ফল।

কৃষি দপ্তরের জলপাইগুড়ি সদর মহকুমার সহ কৃষি অধিকর্তা ডঃ মেহফুজ আহমেদ বলেছেন, আতমা প্রকল্পের মাধ্যমে ধূপগুড়ি সহ জেলার প্রতিটি ব্লকেই বেগুনি ও কমলা মিষ্টি আলুর চাষ শুরু হবে। প্রথম ধাপে চাষ হবে ৫০-৬০ বিঘা জমিতে। এরপর ধাপে ধাপে পরিমাণ বাড়ানো হবে। রপ্তানির মাধ্যমে চাষিদের আয়ের নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। বেগুনি রঙয়ের মিষ্টি আলুর প্রজাতির নাম মুরা শাকি এবং কমলা রঙয়ের মিষ্টি আলুর প্রজাতির নাম অকা নামা। যা মূলত জাপানের ফসল। সেখান থেকেই বাংলাদেশের একটি সংস্থার সহযোগিতায় বীজ নিয়ে আসা হয়েছে। তারপর তা উত্তরবঙ্গের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়। এই বীজগুলি যে ভাইরসমুক্ত তা নিশ্চিত হওয়ার পরই বীজ থেকে কাটিংয়ের মাধ্যমে চারা তৈরি করা হয়।

কৃষি বিশেষজ্ঞরা জানান, অ্যান্টি কারসিনোজেনিক ও অ্যান্টি ডায়াবিটিক হিসাবে এই মিষ্টি আলুর পাউডার বিদেশে দারুণ জনপ্রিয়। এছাড়াও এই দুই প্রকার মিষ্টি আলুতে ফাইবার সহ নানা রোগব্যাধি নিরাময়ের গুণ আছে। তাছাড়া এই আলু চাষে রোগপোকার আক্রমণের আশঙ্কা একেবারে নেই বলেই জানাচ্ছে কৃষি দপ্তর। পাশাপাশি এই আলুর চাষে রাসায়নিক সারের ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। এতে পরবর্তীতে অন্য ফসল চাষেও কৃষকরা উপকৃত হবে।

কৃষি বিশেষজ্ঞদের নজরদারিতে ইতিমধ্যেই নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এখানকার ফার্মার্স প্রডিউসার্স ক্লাবের কৃষকদের চাষ করা ওই মিষ্টি আলুর পাউডার ও চিপস রপ্তানি করবে বাংলাদেশের একটি সংস্থা। সেই সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়েছে আপাতত ধূপগুড়িতে যতটুক আলু লাগানো হয়েছে তা ফেব্রুয়ারিতেই উঠে যাবে। তখন থেকেই শুরু হবে রপ্তানি।

স্ত্রীকে অপহরণের চেষ্টা, অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: স্ত্রী ও শশুর বাড়ির লোকজনকে মারধরের পাশাপাশি স্ত্রীকে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ উঠলো স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনাটি মাথাভাঙ্গা শহরের উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার বাস স্ট্যান্ড এলাকার। গোলাপি খাতুন নামে মহিলার অভিযোগ জসিমউদ্দিন মিয়ার সাথে তার বিয়ে হয় কয়েকবছর আগে। বিয়ের পর থেকেই মহিলাকে মারধর এবং নির্যাতন করতো বলে অভিযোগ। তারপর মহিলা বাবার বাড়ি চলে আসে। এরপর তার স্বামী মিথ্যা মামলা করে তার এবং তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে। আজ মাথাভাঙ্গা থানায় তারা হাজিরা দিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য বাসে উঠলে সেখানে তার স্বামী জসিমউদ্দিন মিয়া ও আরো বেশ কয়েকজন এসে বাসে উঠে তাদের মারধর করে এবং তাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় উত্তেজনা তৈরী হলে লোকজন জড়ো হলে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। তবে যেই গাড়িতে অভিযুক্তরা এসেছিলেন সেই গাড়িটি রেখেই তারা পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। পুলিশ এসে গাড়িটি আটক করে থানায় নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ।

এমবিএ-তে স্বর্ণ পদক নাগরাকাটার আলু বিক্রেতার ছেলের

নাগরাকাটা: এমবিএ-তে স্বর্ণ পদক পেলেন নাগরাকাটার সুখানিবস্তির যুবক মণীশ জয়সওয়াল। সিকিমের ইকফাই বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে তিনি ওই সেরার সম্মান পেয়েছেন। মণীশের বাবা ধনেশ জয়সওয়াল পেশায় আলু বিক্রেতা। মা মীরা জয়সওয়াল গৃহবধূ। ছেলের এই সাফল্যে চোখের জল থামছেনা ওই দম্পতির।

মণীশ বলেন, তাঁর মা-বাবা তার পড়াশোনার জন্য প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তিনি এমবিএ-তে ৯৯.৩ শতাংশ নম্বর পেয়েছেন। এই খবর জানাজানি হতেই এখন এলাকাবাসীরা তার সুখানিবস্তির বাড়িতে গিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন। জানাগে ছে, রেজাল্ট বের হবার পরই তাঁর নম্বর দেখে বেঙ্গালুরুর একটি নামী সংস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্লেসমেন্ট সেল থেকে মণীশ কাজ পেয়ে যান। সেখানে প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ করে তিনি এখন অফার লেটারের জন্য অপেক্ষা করছেন। বর্তমানে তিনি বাড়িতেই আছেন।

মালবাজারের সিজার স্কুল থেকে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করে ম্যানেজমেন্ট পড়তে তিনি সিকিমে চলে যান। বিবিএ-এর স্নাতক স্তরে তাঁর রেজাল্ট ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকালীন রেকর্ড। বিবিএ-তে তিনি ১০০ শতাংশ নম্বর পান। গত অক্টোবরের শেষে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সিকিম বিধানসভার স্পীকার তাঁর হাতে এমবিএ-র স্বর্ণ পদকটি তুলে দেন।

তৃতীয় লিঙ্গের জন্য পৃথক শৌচালয় আলিপুরদুয়ারের বিবেকানন্দ কলেজ

আলিপুরদুয়ার: তৃতীয় লিঙ্গের জন্য পৃথক শৌচালয় তৈরি করে রাজ্যের মধ্যে অনন্য নজীর গড়ল আলিপুরদুয়ারের বিবেকানন্দ কলেজ। এতদিন ছাত্রছাত্রীদের জন্য পৃথক শৌচালয় থাকলেও তৃতীয় লিঙ্গের পড়ুয়াদের জন্য কোন আলাদা ব্যবস্থা ছিলনা। ফলে প্রকাশ্যে না বললেও তৃতীয় লিঙ্গের পড়ুয়ারা শৌচালয় নিয়ে ভীষণ সমস্যায় পড়তেন।

তাই কলেজে তৃতীয় লিঙ্গের পড়ুয়াদের জন্য পৃথক শৌচালয় তৈরি পক্ষান্তরে যেন তাঁদেরই দাবির একটি অঙ্গ। বিশেষ করে রূপান্তরকামীরা শারীরিকভাবে ছেলে হলেও মানসিক ভাবে নারী থাকেন। আবার ঠিক এর উল্টোটাও রয়েছে। ফলে মানসিক ভাবে একজন পরুষ হয়ে যেমন মহিলাদের টয়লেটে যেতে অস্বস্তি হওয়া স্বাভাবিক। ঠিক তেমনি মানসিক ভাবে পুরুষদের টয়লেটে যেতেও একই সমস্যায় পড়তে হয়। উল্লেখ্য, স্কুল, কলেজ ক্যাম্পাসে বহুদিন ধরেই এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। বর্তমানে বাসস্ট্যান্ড ও রেলস্টেশন গুলিতেও এই একই সমস্যা রয়েছে।

তৃতীয় লিঙ্গ বা লিঙ্গ নিরপেক্ষ শৌচালয় তৈরি করাকে বিশেষ গুরুত্ব হিসেবেই দেখছেন বিশিষ্টজনেরা। শিক্ষা ক্ষেত্রে আলাদা শৌচালয় না থাকায় দেখা গিয়েছে অনেক মেধাবী পড়ুয়া সহপাঠীদের টিটকিরি-টিপ্পনীতে পড়াশোনা বেশিদূর চালিয়ে যেতে পারেনা। তবে এখন সময় বদলেছে। বাধাবিপত্তি পেছনে ফেলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন অনেকেই। তাঁরা পিছিয়ে পড়া তৃতীয় লিঙ্গদের জন্য বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায় করছেন।

বিবেকানন্দ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল গোবিন্দ রাজবংশী বলেন, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরও নিজের অনুভূতি নিয়ে বাঁচার অধিকার আছে। তাঁদের সমস্যার কথা আগে সেভাবে ভেবে দেখা হয়নি। সমস্যার কথা জানতে পেরে কলেজের কয়েকজন তৃতীয় লিঙ্গের পড়ুয়াদের জন্য আলাদা টয়লেট তৈরি করা হয়েছে।

কলেজের প্রাক্তন পড়ুয়া রাজা দত্তের কথায়, লিঙ্গ নিরপেক্ষ শৌচালয় তৈরি করার জন্য বিবেকানন্দ কলেজ কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে হয়। লিঙ্গ নিরপেক্ষ শৌচালয় নাথাকায় ঐ কলেজে পড়ার সময় আমাকে ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয়। আমি শারীরিক ভাবে পুরুষ হলেও মানসিক ভাবে নারী। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই ছেলেদের টয়লেটে যেতে অস্বস্তি হত লিঙ্গ নিরপেক্ষ টয়লেট হওয়ায় এখন থেকে আমার মত অন্য কাউকে আর এই অসুবিধায় পড়তে হবেনা। তবে সমস্ত স্কুল-কলেজ সহ অন্যান্য জায়গাতেও এই সুবিধা তৈরি করে দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

কোচবিহারের সুনীতি একাডেমী চুরির ঘটনায় গ্রেফতার এক

কোচবিহার: কোচবিহারের সুনীতি একাডেমী ফিজিক্স, ক্যামেস্ট্রি এবং কম্পিউটার ল্যাবে চুরির ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া সামগ্রী। আজ কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা জানালেন কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ। উল্লেখ্য গত পয়লা নভেম্বর স্কুলের কম্পিউটার ল্যাবরেটরী গুলো খুলে দেখা যায় সেখানে ব্যাপক ভাঙচুর হয়েছে চুরি হয়ে গেছে বহু সামগ্রী। স্কুলের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোচবিহার কোতোয়ালি থানা একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে কোচবিহার কোতোয়ালী থানা পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছে। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া সামগ্রী। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ জানান, স্কুল থেকে সামগ্রী যে ব্যক্তি চুরি করেছে পুলিশ এখনো তাকে গ্রেফতার করতে পারেনি। তবে চুরি যাওয়া জিনিস যার কাছে বিক্রি করা হয়েছে তাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে এবং তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। যে ব্যক্তি চুরি করেছে খুব শীঘ্রই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করবে।

সম্পাদকীয়

নেটে সাফল্যের তিন বাঙালি কন্যা

সম্প্রতি নেট পরীক্ষ্যায় বাংলার তিনকন্যার সাফল্য গর্বিত করল রাজ্যকে। ঠিক যে সময় শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতির মামলায় সারা রাজ্য উত্তাল। সর্বভারতীয় বিভিন্ন পরীক্ষায় কিছুটা ব্যাকফুটে বাংলার ছেলে মেয়েরা। ঠিক সেসময় সর্বভারতীয় নেট পরীক্ষায় বাংলার তিন মেয়ের সাফল্য বুঝিয়ে দিল মেধায় বাংলা আজও কিছু কম যায়না। দারিদ্রতাও যে মেধার কাছে পরাজিত হয় তার বড় দৃষ্টান্ত কোচবিহারের প্রত্যন্ত গ্রাম বড় গদাইখোড়ার আফ্রুজা খাতুন। তার বাবা হাকিম মিয়াঁ সামান্য জমিতে চাষ আবাদ করে আফ্রুজা দের চার ভাই বোনকে মানুষ করেছেন। এর আগেও তিনবার নেটে বসে সফল হতে না পারলেও হাল ছারেনি সে। আর এবার চতুর্থবারে নিজের বিষয় বাংলায় একদম প্রথম স্থান অর্জন সারা দেশে। এবার আসি মালদার শতশ্রী মজুমদারের কথায়। নেটের আরেক কৃতী। অ্যানথ্রোপোলজিতে জিআরএফ সহ উত্তীর্ণ হয়ে সেরার তালিকায় উঠে এসেছে তার নাম। অথচ মালদা গার্লস হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেও বিজ্ঞান বিভাগে সামান্য কম নম্বর পাবার কারনে তাকে নিজের স্কুল উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি নেয়নি। অগত্যা মালদা রেলওয়ে স্কুলের উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞান বিভাগে তিনি ভর্তি হন। সেখান থেকেই শুরু তার নতুন লড়াই। উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফল করে নৃত্যবিদ্যা নিয়ে ভর্তি হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর তারপর আজ মাত্র ২৩ বছর বয়সে পেলেন এই সাফল্য।আরেক কৃতী কন্যা হলেন নদীয়ার শান্তিপুরের বিশেষভাবে সক্ষম তরুণী পিয়াসা মহলদার। ছোট থেকেই বসতে বা হাটতে পারেননা। তাই শুয়ে শুয়েই পড়াশোনা করে আজ নেটে সাফল্যের মুখ দেখলেন পিয়াসা। জন্মথেকেই দুই পা সম্পূর্ণ অকেজ কোনরকমে দুহাত দিয়ে লেখতে পারেন। তবুও দমে যায়নি সে।পরিবারের সমর্থনে হয়ে উঠেছেন মেধাবী ছাত্রী। বাংলায় এমএ করার তিনমাস বাদেই প্রথম চাকরির পরীক্ষা হিসেবে নেটে বসেন। আর তাতেই এল সাফল্য। আফ্রুজা,শতশ্রী, পিয়াসা এদের দমাতে পারেনি দারিদ্রতা, কম নম্বর পাওয়া কিংবা প্রতিবন্ধকতা। সবকিছু অতিক্রম করে সাফল্য লাভ করে বাংলার মুখ তারা করেছে উজ্জল। তাদের দেখে এগিয়ে আসুক বাংলার আগামী প্রজন্ম আর প্রমান করুক বাংলা আজও মেধায় উজ্জল।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী, পার্থ নিয়োগী
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

কবিতা

তারপর

....শশীবালা অধিকারী

এক গামলার ফুটো জলে রোজ স্নান সারে
ডাঙোয়াল স্বামীর স্ত্রী-
তার শরীরের ভাঁজে ভাঁজে ফুটে ওঠে
প্রিয় সোহাগের কাঁপুনি
আমি দশ হাত দুর থেকে
আমার হৃদয়ে রাখি দুটো দেশলাই কাঠি
তারপর বেলা শেষে ভোলা বাবার মন্দিরে
আম খড়িতে গাইয়া ঘি মেখে আগুন জ্বালি।

প্রবন্ধ

আমার শৈশবের রাসমেলা

..... সোমালি বোস

কোচবিহারবাসীর কাছে রাসমেলা হলো একটি নস্টালজিয়া। এই মেলা শুধুমাত্র কোচবিহারের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যই বহন করে না। এরসাথে জড়িয়ে রয়েছে কোচ রাজাদের পরম্পরাও। আমার শৈশবে দেখা রাসমেলার সাথে বর্তমানের রাসমেলার অনেক পার্থক্য এলেও রাজ পরম্পরা বা ঐতিহ্য কিছুক্ষেত্রে কিন্তু অটুট রয়েছে। যেমন আজও মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশেষ পরিবারটিই রাস চক্র তৈরি করেন। শৈশবে সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটি ছিল রাসমেলার বিশেষ খেলনা " টমটম গাড়ি " ,যা আজ বিলুপ্তির পথে। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ এর রাজপ্রাসাদে প্রবেশের দিনটি ছিল কার্তিকেয় পূর্ণিমা, এরপর থেকে বছরের ওই দিনটি কোচবিহারবাসী উদযাপন করতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে ১৮৮৯ সালে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ান ওই বিশেষ দিনটি মেলায় রূপান্তরিত করে পালন করতে শুরু করেন। শৈশবের স্মৃতিতে রয়েছে রাসমেলার বিশেষ বিজ্ঞাপনী প্রচার 'বাপি চানাচুর', 'বাপ্পা গেঞ্জি' এবং সর্বোপরি 'মা ভবানী বিড়ি'র সিংহ মুখের বিরাট গেট। যা প্রতিটি শিশুরই বিশেষ আকর্ষণ ছিল। শৈশবের রাসমেলার বিশেষ আকর্ষণ ছিল পুতুল নাচ ও বন্যপ্রাণী সম্মিলিত সার্কাস। আজ সার্কাস এলেও বাঘ, সিংহ, হাতি ইত্যাদি বন্যপ্রাণী কিন্তু অনুপস্থিত নানা আইনী ঘেরাটোপে। সেইসময় রাসমেলার দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে বহুল ব্যবহৃত ছিল দোতলা বাস। শৈশবের স্মৃতির সেই বিখ্যাত ভেটগুড়ির জিলিপি আজও রাসমেলায় উপস্থিত, যদিও আধুনিক ফাস্টফুড এর সাথে তাকে লড়াই করতে হয় আজ। শৈশবের রাসমেলায় গ্রামীন কুটিরশিল্পের ব্যাপ্তি ছিল অনেক বেশি, যা আজ অনুপস্থিত দেশবিদেশের আধুনিকতায়। আজকের মত আমাদের শৈশবে হয়তো সুদূর বাংলাদেশ, মধ্যপ্রদেশ, কানপুর, জয়পুর, গুজরাট বা অন্যান্য দেশ-বিদেশ থেকে দোকানিরা পসরা সাজিয়ে বসত না, কিন্তু সেইসময়ও রাসমেলা ছিল কোচবেহারের অন্যতম বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। আমাদের শৈশবে বাবা মা অথবা বাড়ির বড়দের হাতধরে মেলা ঘুরে, চপ মোগলাই, জিলিপি খেয়ে সাংস্কৃতিক মঞ্চে বিখ্যাত শিল্পীদের গানশুনে বাড়ি ফিরতাম। যদিও মন ভরত না। রোজই মন চাইতো মেলায় যেতে। কিন্তু ১৫ দিন ব্যাপী চলা এই মেলায়, আজকালকার ভিড় হেতু মন আর যেতে চায় না। শৈশবে আমাদের শীতের পোশাক কেনা হতো এই মেলায় আগত কাশ্মীরি দোকান থেকে, কিন্তু আজ আর সেই চাহিদা নেই মেলার শীতের পোশাকের।

সবশেষে বলবো মেলা চলুক আধুনিকতায় মোড়া হয়ে কিন্তু পরম্পরা বা ঐতিহ্য যেন অটুট থাকে সবার সহযোগিতায়। "টমটম গাড়ি" যেন আবার মেলার প্রাণ হয়ে ওঠে।

(লেখিকায় পেশায় শিক্ষিকা)

প্রবন্ধ

ফিরে দেখা কুচবিহারের মদন মোহনের রাসমেলা

..... আবির ঘোষ

রাসলীলা বা রাসযাত্রা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার অনুকরণে বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় অনুষ্ঠিত ধর্মীয় উৎসব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রসপূর্ণ অর্থাৎ তাত্ত্বিক রসের সমৃদ্ধ কথাবস্তুকে রাসযাত্রার মাধ্যমে জীবাত্মার থেকে পরমাত্মায়, দৈনন্দিন জীবনের সুখানুভূতিকে আধ্যাত্মিকতায় এবং প্রেমাত্মক প্রকৃতিতে রূপ প্রদান করে অঙ্কন করা হয়েছে।

হর্ষচরিতের টীকাকার শঙ্করের মতে, রাস হলো এক ধরনের বৃত্তাকার নাচ যা আট, ষোলো বা বত্রিশ জনে সম্মিলিতভাবে উপস্থাপনা করা যায়।

উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত পনেরো দিনের রাসউৎসবের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু কুচবিহার রাজবংশের গৃহদেবতা সোনার বংশীধারী শ্রীশ্রী মদনমোহন ঠাকুর।

শ্রীশ্রী মদনমোহন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা:- কুচবিহারের রাসমেলা ২১০ বৎসরের প্রাচীন। তৎকালীন কুচবিহার রাজ্যের নৃপতি সাধক ও কবি, মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ (রাজত্বকাল :-১৭৮৩ - ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ) রাজধানী বেহার ও রাজবাটিতে (বর্তমান কুচবিহার নগর) ভৌতিক উপদ্রপ ঘটায় কুচবিহার রাজ্যেরই অন্তর্গত ভেটাগুড়িতে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে অগ্রহায়ণ মাসের রাসপূর্ণিমার দিন সন্ধ্যাবেলায় মানসাই নদী পেরিয়ে নতুন রাজধানী ও রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন এবং সেখানেই কুলদেবতা শ্রীশ্রী মদনমোহন ঠাকুরের রাসমেলার সূচনা করেন।

এরপর যখনই কুচবিহার রাজাদের রাজধানী পরিবর্তন ঘটে সঙ্গে সঙ্গে তাদের কুলদেবতা মদনমোহন ঠাকুরেরও স্থান পরিবর্তন ঘটে, বর্তমান নতুন রাজপ্রাসাদের নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে তার পূর্বে এর উত্তরদিকে পুরোনো রাজপ্রাসাদ ছিলো ,মনে করা হয় সেই রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন মন্দিরে রাসমেলা হতো।

পরবর্তীতে মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ ভূপের প্রোপৌত্র হিজ হাইনেজ মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুরের রাজত্বকালে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী কুচবিহার নগরের কেন্দ্রস্থলে বৈরাগীদিঘির পাড়ে মদনমোহন ঠাকুরের বর্তমান মন্দিরের তৈরির কাজ সম্পন্ন হয় এবং পুরানো রাজপ্রাসাদের শ্রীশ্রী মদনমোহন বিগ্রহসহ অন্যান্য দেবদেবীর বিগ্রহও এই মন্দিরে এনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই সময় থেকেই মন্দির সংলগ্ন এলাকায় রাস মেলা বসছে। রাসপূর্ণিমায় বিধি মেনে বিশেষ পুজো করে সূচনা হয় রাস উৎসবের।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহার রাজ্যে কলেরা মহামারী আকার ধারণ করলে এবং বৈরাগী দীঘির জল দূষণমুক্ত রাখতে রাজআদেশে মেলাকে প্যারেড গ্রাউন্ডের মাঠে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে শ্রী শ্রী মদনমোহন বাড়ি থেকে রাসমেলা মাঠ (প্যারেড গ্রাউন্ড) ও জেনকিন্স স্কুল সংলগ্ন রাস্তা পর্যন্ত মেলা বসে। রাজামলে রাসমেলায় যত্রতত্র বসে যেতো জুয়ার আড্ডা। প্রলোভনে ফাঁদে পরে সর্বশান্ত হয়ে বাড়ি ফিরতেন গ্রামীন মানুষ। খবর পেয়ে নড়েচড়ে বসেন তৎকালীন হিজ হাইনেজ মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর, তাঁরই নির্দেশেই ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মেলায় জুয়া বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে রাসমেলায় প্রথম বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়।

রাজআমলে কুচবিহারের মহারাজা সর্বপ্রথম রাস উৎসবের সূচনা করতেন এবং ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হিজ হাইনেজ মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর রাসচক্র ঘুরিয়ে উৎসবের সূচনা করে শ্রী শ্রী মদনমোহন সহ মন্দিরে পূজিত সব বিগ্রহকে প্রনাম জানাতেন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে হিজ হাইনেজ মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর রাজস্থানের জয়পুরে যুবরাজ কর্নেল ভবানী সিংহের (বাবলস) বিবাহ উপলক্ষ্যে আয়োজিত পোলো খেলা খেলতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পরে বুকে আঘাত পান সেই জন্য সেবছর উনার পরিবর্তে উনার বিদেশী স্ত্রী মহারানী জর্জিনা নারায়ণ বা জিনাদেবী রাসচক্র ঘুরিয়ে শ্রী শ্রী মদনমোহন ঠাকুরের রাসযাত্রার উদ্বোধন করেন। এই ঘটনায় সেইসময় রাজপরিবারের প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে কিছু বিরোধিতা হলেও তৎকালীন কুচবিহারের জেলাশাসক নীতিশ সেনগুপ্তের মধ্যস্থতায় সমস্যা মিটে যায়। শেষ স্বাধীন মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর ও মহারানী জর্জিনা দেবী নিঃসন্তান ছিলেন।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ১১ই এপ্রিল হিজহাইনেজ মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুরের মৃত্যুর পর, রাজপরিবারের সম্মতিতে রাজভ্রাতা প্রয়াত রাজকুমার ইন্দ্রজিতেন্দ্র নারায়ণ ও রানী কমলা দেবীর পুত্র কুমার বিরাজেন্দ্র নারায়ণ পরবর্তী কুচবিহারের রাজত্বহীন ও মুকুটহীন মহারাজা রূপে রাজসিংহাসনে বসেন । সেই সময় মহারাজা বিরাজেন্দ্র নারায়ন দেবত্র ট্রাস্টের সভাপতি হিসেবে রাস উৎসবের সূচনা করতেন। ১৯৯২ সালে মহারাজা বিরাজেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পর দেবত্র ট্রাস্টের পরবর্তী সভাপতি হিসেবে সরকারি আমলারা জেলাশাসকে দিয়ে রাসের উদ্বোধন , পুজো ও যজ্ঞ করিয়ে আসছেন।

কুচবিহারের রাসউৎসবের মূল আকর্ষন রাসচক্র । এখানকার বাসিন্দা আলতাফ মিঞা বংশপরম্পরায় এই রাসচক্র তৈরী করেন। লক্ষীপূর্ণিমার দিন থেকে আলতাফ মিঞা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা একমাস ধরে নিরামিষ খেয়ে কাগজকেটে নানারকম সুক্ষনকশা করে এবং তারসাথে থাকে দেবদেবীর রঙ্গিন ছবি দিয়ে রাসচক্র বানানো শুরু করেন এবং কোচবিহারবাসীরা রাসচক্র ঘুরিয়ে পুন্য অনুভব করেন।

তথ্যসূত্র :- প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন (তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস)

ইতিকথায় কোচবিহার (ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ পাল) এবং বিভিন্ন পত্র -পত্রিকা ও কোচবিহার মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির কাছ থেকে।

বই রিভিউঃ অনবদ্য মোহনা শারদ সংখ্যা

পার্থ নিয়োগী

সম্প্রতি কোচবিহার সাহিত্যসভায় প্রকাশ পেল মোহনা সাংস্কৃতিক সংস্থার শারদ সংখ্যা। প্রত্যেক বছরই মোহনার শারদ সংখ্যায় থাকে যত্নের ছাপ। তার অন্যথা হল না এবারও। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় এত ব্যস্ততার মাঝেও ছিটমহলের উন্নয়নের দিক নিয়ে কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ানের লেখা একটি অমূল্য প্রবন্ধের। বিস্তারিতভাবে সুন্দর লেখনীর মধ্যে দিয়ে তিনি পাঠকের সামনে ছিটমহলের উন্নয়ন তুলে ধরেছেন তা আর বলার অপেক্ষায় নেই। ইদানীং বাংলা ছড়ার খুব অভাব বোধ হয়। কিন্তু মোহনার শারদ সংখ্যায় দেবাশিস ভট্টাচার্য ও সুজয় নিয়োগীর লেখা ছড়া সত্যিই আনন্দ দেয়। পশ্চিমবঙ্গ কবিতা আকাদেমির সভাপতি সুবোধ সরকার, দিগ্বিজয় দে সরকার, সুবীর সরকার, অমিতাভ সিরাজ, গৌতমকুমার ভাদুড়ি, ভগীরথ দাস, মনিমা মজুমদার, পাপড়ি গুহ নিয়োগী, সুমন মল্লিকের পাশাপাশি আরও অনেক কবির লেখা কবিতা মোহনার শারদ সংখ্যার মস্তবড় উপহার। প্রখ্যাত অসমীয়া সাহিত্যিক মামনি রয়সম গোস্বামী 'পিওন' গল্পটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক অলোক সাহা। ছটি অণুগল্প ছিল সুখপাঠ্য। মোট আটটি গল্প আছে এবারের শারদ সংখ্যায়। এরমধ্যে গীর্বাণী চক্রবর্তী, অরিন্দম সাহা, রম্যাণী গোস্বামীর নাম না উল্লেখ করলেই নয়। কোচবিহারের পর্যটন সম্ভাবনা নিয়ে কলম ধরেছেন কোচবিহার রাজ পরিবারের সদস্য তথা বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক কুমার মৃদুল নারায়ণ। উত্তরের ছোট্ট জনপদ ফালাকাটার প্রধান নদী হল মুজনাই। আর এই রহস্যময় মুজনাইকে নিয়ে অসাধারন এক প্রবন্ধ লিখেছেন বিশিষ্ট শিক্ষক তথা প্রাবন্ধিক শৌভিক রায়। রবীন্দ্রনাথের খাদ্যরস নিয়ে সঞ্জয় কুমার নাগের লেখাটিও চমৎকার। মোহনার সম্পাদক দিব্যেন্দু ভৌমিক শুধুমাত্র একজন শিক্ষক বা ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক নন। একজন ভ্রমণ লেখক হিসেবেও তার বেশ সুখ্যাতি। তিনি তার কলমে তুলে ধরেছেন উত্তরের ভাল লাগার

ঠিকানা তথা পর্যটন কেন্দ্র কুমাইকে। তার লেখায় কুমাই হয়ে উঠেছে আরও প্রাণবন্ত। প্রশংসা করতে হয় মনামী সরকারকে তার প্রচ্ছদ ভাবনার জন্য।

যসৃজন সাহিত্য সন্মান পেলেন কবি শশীবালা

বিশেষ সংবাদদাতা: সম্প্রতি উত্তর দিনাজপুরের মহকুমা শহর ইসলামপুরে অনুষ্ঠিত হল উত্তরবঙ্গ সাহিত্য উৎসব। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কবি সাহিত্যিকেরা উপস্থিত হয়েছিলেন এই উৎসবে। অংশ নিয়েছিলেন কোচবিহারের জনপ্রিয় কবি শশীবালা অধিকারী। উৎসব মঞ্চে কালিনী সাহিত্য পত্রিকার পক্ষ থেকে তাকে "সৃজন সাহিত্য সন্মান" প্রদান করা হয়। শশীবালা অধিকারীর হাতে এই সন্মান তুলে দেন কালিনী সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক নিশিকান্ত সিনহা। এই পুরস্কার পেয়ে আপ্লুত কবি শশীবালা অধিকারী বলেন এই সন্মান তার দায়িত্ব অনেক বাড়িয়ে দিল কবিতার প্রতি। উল্লেখ এই সাহিত্য উৎসবে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে নজর কারেন শশীবালা অধিকারীর পুত্র দেবজিৎ অধিকারী। তাকেও এই অনুষ্ঠান মঞ্চে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

সাহিত্য উৎসব মেখলিগঞ্জে

পার্থ নিয়োগী: গত ৬ নভেম্বর মেখলিগঞ্জ হাইস্কুলের মাঠে অপরাজিতা অর্পণ পত্রিকার তরফে এক সাহিত্য উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই সাহিত্য উৎসবের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক মুকুল রায়। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী, বাংলাদেশের কবি জাকির আহমেদ, ইতিহাসবিদ আনন্দগোপাল ঘোষ প্রমুখ। এদিনের সমগ্র সাহিত্য উৎসবের

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কবি তথা সাংবাদিক শুশান্ত নন্দী। এদিনের সাহিত্য উৎসবের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে অপরাজিতা অর্পণ সাহিত্য পত্রিকার ১৩তম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়।

অনুষ্ঠিত হল বর্ণনা নাট্যোৎসব ২০২২

বিশেষ সংবাদদাতা: গত ২ থেকে ৫ নভেম্বর কোচবিহার গুঞ্জবাড়ির বাণীমন্দির ক্লাব প্রাঙ্গণে তিনদিনের নাট্যোৎসবের আয়োজন করে কোচবিহারের বর্ণনা নাট্যগোষ্ঠী। ২ তারিখ নাটকের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করতে পদযাত্রার মধ্যে দিয়ে বর্ণনার নাট্যোৎসবের শুরু হয়। এই তিনদিনের নাট্যোৎসবে কোচবিহারের পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার, মালদা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাগুলি সহ রাজ্যের বিভিন্নপ্রান্ত থেকে আগত নাটকের দলগুলি মোট ১৭টি নাটক মঞ্চস্থ করে। মঞ্চস্থ নাটকের মধ্যে অন্যতম ছিল

আকালপুর, মহাবিদ্যা, অজান্তে, সন্ন্যাসী প্রমুখ। এই তিনদিনই নাটক দেখতে প্রচুর দর্শকের সমাগম হয় বাণীমন্দির ক্লাবের মাঠে। টিভি, ওয়েব সিরিজের এই সময়ে বর্ণনা নাট্যোৎসবে দর্শকের উৎসাহ তাই কোচবিহারের নাটকের ক্ষেত্রে বেশ খানিকটা অক্সিজেন জোগাল বলে মনে করে কোচবিহারের নাট্যমহল।

অনীকের গঙ্গা যমুনা নাট্য উৎসব

পার্থ নিয়োগী: গত ৪ থেকে ৬ নভেম্বর কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে অনীক আয়োজিত ২৫ তম গঙ্গা যমুনা নাট্য উৎসবের ষষ্ঠ পর্যায় অনুষ্ঠিত হল। এই নাট্য উৎসবের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও সহযোগিতায় ছিল কোচবিহার স্বপ্ন উড়ান। প্রথম দিন মঞ্চস্থ হয় আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পুতুল নাট্যদল ডলস থিয়েটারের বিশ্ববন্দিত পুতুল নাটক ' টেমিং অফ দি ওয়াইল্ড'। এইদিনই মঞ্চস্থ হয় অনীকের প্রযোজনায় মিষ্টি গল্পের নাটক 'ভালোবাসা'। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে কোচবিহারের নয় টি সুপরিচিত নাট্যদল তাদের ছোট নাটক পরিবেশন করে। শেষদিনে কোচবিহার স্বপ্নউড়ানের নবতম প্রযোজনা 'চন্দ্রাবতীর পালা' এক অন্যমাত্রা নিয়ে আসে। এই নাটকটির নির্দেশক ছিলেন বাংলাদেশের বিখ্যাত নাট্য নির্দেশক আতিকুর রহমান সুজন। উৎসবে শেষ নাটক হিসেবে মঞ্চস্থ হয় চাকদহ নাট্যজনের 'কমলীকথা'। সব মিলিয়ে হেমন্তের সন্ধ্যার আলতো শিশিরের ছোয়ায় এই তিনদিন গঙ্গা যমুনা নাট্য উৎসবে রবীন্দ্র ভবন হয়ে উঠেছিল জমজমাট।

সরস্বতী নাট্য সম্মানে সম্মানিত হলেন শ্রীব্রাত্য বসু

বিশেষ সংবাদদাতা: নেতাজী নগর সরস্বতী নাট্যশালার উদ্যোগে ১১-১৪ নভেম্বর তপন থিয়েটারে সরস্বতী নাট্যোৎসব ২০২২-এর শুভ উদ্বোধন হয় শুক্রবার ১১ নভেম্বর ২০২২.সরস্বতী নাট্য সম্মানে সম্মানিত হলেন শ্রীব্রাত্য বসু। উপস্থিত ছিলেন শ্রীঅভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়, প্রশাসনিক ও নথিপত্র কর্মকর্তা, পূর্বাঞ্চলীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, অনীক নাট্যদলের কর্ণধার শ্রীঅরূপ রায়, আয়োজক নাট্যদল নেতাজী নগর সরস্বতী নাট্যশালার কর্ণধার শ্রীজয়েশ ল ও অন্যান্যরা।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমির সভাপতি ব্রাত্য বসু। রাজ্য সরকারের অতি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চশিক্ষা এবং স্কুলশিক্ষা দফতরের মন্ত্রী শ্রীব্রাত্য বসু। তিনি বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব শ্রীবিষ্ণু বসুর ছেলে। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্য অধ্যয়ন করার পর কলকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপক রূপে যোগ দেন। সম্প্রতি তিনি অধ্যাপনার দায়িত্ব থেকে ভিআরএস নিয়ে অবসর নিয়েছেন।

গণকৃষ্টি নামে এক থিয়েটার গ্রুপে সাউন্ড অপারেটর হিসেবে তার নাট্যজীবন শুরু হয়েছিল। পরে তিনি দলের জন্য নাটক লিখতে ও পরিচালনা করতে শুরু করেন। 'আল্ট্রা-মডার্ন' নাটক অশালীন (১৯৯৬) তার প্রথম নাটক। তার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাটক গুলি হল অরণ্যদেব, শহরইয়ার, উইঙ্কল টুইঙ্কল ও হত্যারহস্যমূলক নাটক চতুষ্কোণ।

১৯৯৮ সালে তিনি শ্যামল সেন স্মৃতি পুরস্কার ও ২০০০ সালে দিশারী পুরস্কার অর্জন করেন। ২০০৮ সালে তিনি ব্রাত্যজন নামে নিজস্ব একটি থিয়েটার গ্রুপ গঠন করেন। ২০০৯ সালে দেবব্রত বিশ্বাসের জীবন অবলম্বনে নির্মিত নাটক রুদ্ধসংগীত তার অনবদ্য সৃষ্টি।

সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার একটি সর্বভারতীয় সাহিত্য সম্মাননা। জাতীয় সারস্বত প্রতিষ্ঠান সাহিত্য আকাদেমি কর্তৃক অসামান্য সাহিত্যকীর্তির স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার প্রদত্ত হয়ে আসছে। ২০২১ সালের সাহিত্য অকাদেমি সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন শ্রীব্রাত্য বসু। শিক্ষামন্ত্রী হয়ে বাংলার শিক্ষা প্রসারে অনন্য নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে তাঁর ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার অনেকগুলো নতুন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী শ্রীব্রাত্য বসু পশ্চিমবাংলার আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন।

ভারতের সভাপতিত্বে জি২০

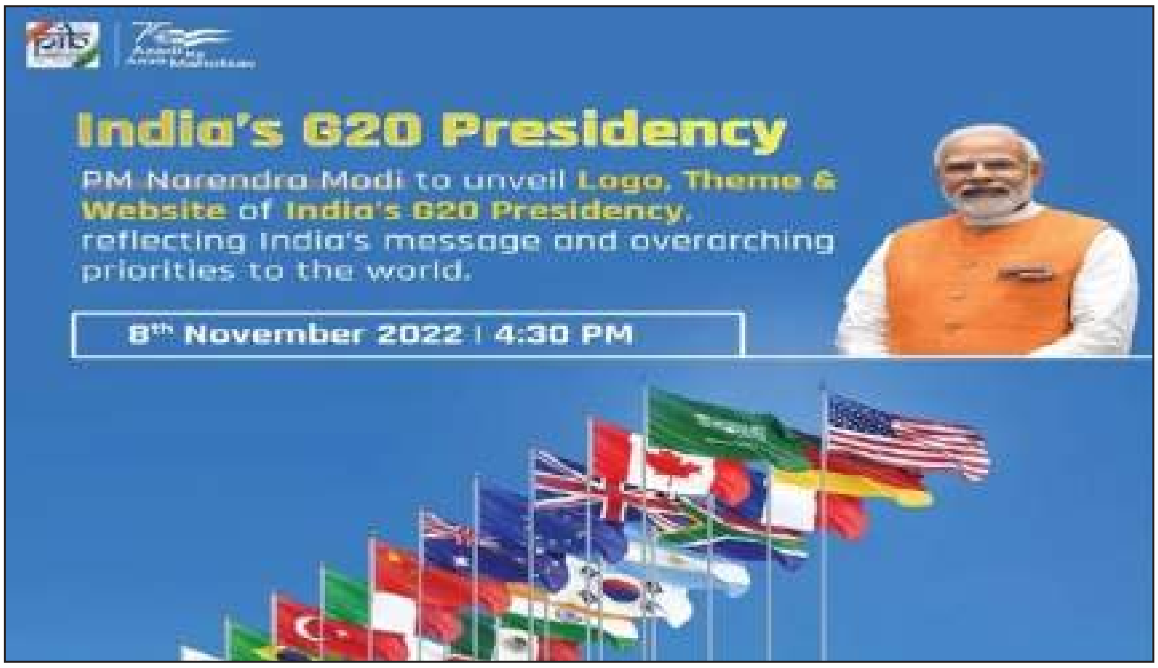

বিজনেজ ডেস্ক: এক ভিডিয়ো কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'জি২০-র সভাপতিত্বে ভারত' বিষয়ক লোগো, থিম ও ওয়েবসাইট উদ্বোধন করবেন আগামী ৮ নভেম্বর। এই লোগো, থিম ও ওয়েবসাইটে আগামী বছরগুলিতে ভারতের পরিপ্রেক্ষিত ও কর্মধারা প্রতিফলিত হবে।

আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে ভারত জি২০'র সভাপতিত্ব গ্রহণ করবে এবং বর্তমান সময়ের সমস্যা বিষয়ে আলোচনায় নেতৃত্ব দেবে। আগামী জি২০ সম্মেলন ভারতের সামনে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে নেতৃত্বদানের এক বিরাট সুযোগ এনে দেবে। সভাপতির পদে থাকাকালীন ভারত ৩২টি বিভিন্ন বিষয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ২০০টি বৈঠকের আয়োজন করবে এবং সেইসঙ্গে ঐক্যমতের ভিত্তিতে বৈশ্বিক সমস্যাবলীর সমাধানের চেষ্টা চালাবে। ভারতে আগামী বছরে অনুষ্ঠিতব্য জি২০ সম্মেলন এক অতি উচ্চপর্যায়ের আন্তর্জাতিক সমাবেশে পরিণত হতে চলেছে।

ডায়াবেটিস রোগীদের স্ন্যাক্সের বিকল্প আমন্ড

বিজনেজ ডেস্ক: স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ১৪ নভেম্বর পালিত হবে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। ২০২১ সালে ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশনের একটি রিপোর্ট অনুসারে, ভারতে ৭৪ মিলিয়নেরও বেশি প্রাপ্তবয়স্ক ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চের তরফ থেকে ১৫ টি রাজ্যে করা সার্ভেতে দেখা গেছে দেশে প্রিডায়াবেটিসের সামগ্রিক প্রবণতা ছিল ১০.৩% এবং ডায়াবেটিস ছিল ৭.৩%।

লাইফস্টাইলে ছোটখাটো পরিবর্তনের মাধ্যমে টাইপ ২ বা প্রিডায়াবেটিস প্রতিরোধ করা সম্ভব। উল্লেখ্য, সার্ভেতে দেখা গেছে প্রোটিন গ্রহণ বাড়ানো এবং কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার কম খেলে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। যা প্রিডায়াবেটিসকে বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখে। এমনই একটি খাবার হল আমন্ড বাদাম। এই আমন্ড বাদামে যেমন রয়েছে ফাইবার, ভাল চর্বি সহ উদ্ভিদ প্রোটিন। তেমনি রয়েছে খনিজ। যেমন ভিটামিন ই, ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাসিয়াম। যা টাইপ ২ ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য একটি স্মার্ট স্ন্যাক তৈরি করে।

অভিনেত্রী এবং সেলিব্রেটি, সোহা আলি খান বলেন, আমন্ড বাদাম প্রোটিন, ভিটামিন ই, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রনের মতো ১৫টি প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে। তাই স্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস হিসেবে আমন্ড বাদাম ভীষণ উপযোগী।

সাইট ফর কিডসের ২০ বছর উদযাপন

বিজনেজ ডেস্ক: জনসন অ্যান্ড জনসন ভিশন এবং লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন তাদের 'সাইট ফর কিডস'-এর ২০ বছর উদযাপন করছে। এই উপলক্ষে জনসন অ্যান্ড জনসন ভিশন এবং লায়ন্স ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় এক চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করেছে।

২০০২ সালে জনসন অ্যান্ড জনসন ভিশন এবং লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় সাইট ফর কিডসের লক্ষ্য হল নিম্ন-আয়ের এবং সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়ের শিশুদের জন্য সঠিক চক্ষু স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা। এই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি লায়ন্স সাফারি পার্ক এবং কলকাতা বৃহত্তর বিদ্যা মন্দির স্কুলে দুই দিনব্যাপী প্রায় ৫০০ শিশুর জন্য চোখের স্ক্রিনিংয়ের করা হয়। বিগত ২০ বছর ধরে সাইট ফর কিডস প্রোগ্রামটি বিশ্বব্যাপী প্রায় ৬০০,০০০ শিশুকে চোখের স্বাস্থ্যের চিকিৎসা প্রদান করেছে। ভারতে, একটি সম্প্রদায় এবং একটি স্কুল-ভিত্তিক মডেলের মাধ্যমে, প্রায় ৩৭ মিলিয়ন শিশুর দৃষ্টি মূল্যায়নের সুবিধা দিয়েছে সাইট ফর কিডস ।ভিশন কেয়ার ইন্ডিয়ার বিজনেস ইউনিট ডিরেক্টর, জনসন অ্যান্ড জনসন ভিশন, টিনি সেনগুপ্ত বলেন, সাইট ফর কিডসের মাধ্যমে বিনামূল্যে পরিষেবা দেওয়াই নয় চোখের রোগ শনাক্ত করার জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়।

গ্রাহক সুরক্ষার জন্য পলিক্যাব আনল গ্রীন ওয়্যার

POLYCAB

বিজনেজ ডেস্ক: ভারতের নেতৃস্থানীয় বৈদ্যুতিক প্রোডাক্ট সংস্থা পলিক্যাব ইন্ডিয়া লিমিটেড (পিআইএল) গ্রাহকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চত করতে বাজারে এনেছে গ্রীন ওয়্যার। পলিক্যাবের এই গ্রীন ওয়্যার গুলি একদিকে যেমন অপ্রত্যাশিত লোড নিতে সক্ষম তেমনি অপরদিকে অন্যান্য সাধারণ ওয়্যারের তুলনায় গ্রাহকদের অনেকবেশি নিরাপত্তা প্রদানে সক্ষম। তাই এই গ্রীন ওয়্যার সম্পর্কে গ্রাহকদের মধ্যে ক্যাম্পেন শুরু করেছে পলিক্যাব। যার ট্যাগ লাইন হল "অতিরিক্ত নিরাপদ তার মানে অতিরিক্ত নিরাপদ স্বপ্ন"।

পলিক্যাবের এই নতুন গ্রীন ওয়্যার ক্যাম্পেনটি একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়ের ওপর চিত্রায়িত হয়েছে। যিনি তার বাবাকে জানান রাতে স্টেডিয়ামে পর্যাপ্ত জায়গা নাথাকায় তার প্র্যাকটিস করতে অসুবিধা হয়। তাঁর বাবা পলিক্যাব গ্রীন ওয়্যার ব্যবহার করে স্টেডিয়ামের পেছনে রাতে প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা করে দেন। যা দেখে মেয়ে এতটাই খুশি যে বাবাকে সে ঠিক কিভাবে ধন্যবাদ জানাবে তা বুঝতে পারেনা। পলিক্যাব ইন্ডিয়া লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট, এবং চিফ মার্কেটিং অফিসার নীলেশ মালানি বলেন, পলিক্যাব গ্রীন ওয়্যারে ৫-ইন-১ গ্রীনশিল্ড প্রযুক্তি থাকায় একদিকে যেমন অগ্নিসংযোগের ক্ষেত্রে দীর্ঘক্ষণ নিরাপত্তা প্রদান করে তেমনি অপরদিকে পরিবেশ বান্ধব ও শক সেফটি প্রদান করে।

ডিএস স্পাইসকো ক্যাচ সল্টস অ্যান্ড স্পাইসেসের নতুন ক্যাম্পেন

Catch

বিজনেজ ডেস্ক: ডিএস গ্রুপের পক্ষ থেকে ডিএস স্পাইসকো ক্যাচ সল্টস অ্যান্ড স্পাইসেসের জন্য একটি নতুন ক্যাম্পেন শুরু করেছে। যার ট্যাগ লাইন হল "কিউঁ কি খানা সীর্ফ খানা নেহি হোতা"। ক্যাচ সল্টের এই নতুন ক্যাম্পেনের ব্রান্ড অ্যাম্বাসেডর নিযুক্ত হয়েছেন অক্ষয় কুমার এবং ভূমি পেডনেকর।

ডেন্টসু ক্রিয়েটিভের কনসেপ্টের ওপর তৈরি ক্যাচ সল্টের এই ক্যাম্পেনটিতে দেখানো হয়েছে – ট্র্যাডিশনালই হোক বা আন্তর্জাতিক- যে কোন ধরনের খাবারের স্বাদ সঠিক ভাবে বজায় রাখতে গেলে সঠিক পরিমাণ ও গুণমানের নুন ও মশলার ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। সেক্ষেত্রে ক্যাচ সল্টস অ্যান্ড স্পাইস হল অনবদ্য। ডেন্টসু ক্রিয়েটিভ নর্থের প্রেসিডেন্ট অজিত দেবরাজ বলেন, "ক্যাচ সল্টস অ্যান্ড স্পাইসেস হল একটি প্রগতিশীল ব্র্যান্ড যা তার প্রিমিয়াম গুণমান এবং বিস্তৃত পণ্যের জন্য পরিচিত এবং একটি নতুন অবস্থান গ্রহণের চেষ্টা করছে। যা খাদ্যের সাথে গ্রাহকদের একটি গভীর বন্ধনে আবদ্ধ করে।

মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে ইন্ডিগো

বিজনেজ ডেস্ক: ইন্ডিগোরিচ গ্রামীণ সাহারার সাথে পার্টনারশিপে অসম এবং মেঘালয়ের ২৪টি গ্রামে ১,৬৭০ জন উপজাতীয় মহিলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে ইন্ডিগোর সিএসআর শাখা। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হল মহিলা কৃষকদের বার্ষিক আয় বৃদ্ধির লক্ষে মশলা প্রধানত হলুদ, আদা, কালো গোলমরিচ এবং রাজা মরিচের গুণগত মানকে জনসমক্ষে তুলে ধরা। এই মহিলারা অসম-মেঘালয় সীমান্তের কামরুপ এবং রিভোই জেলার বাসিন্দা।

ইন্ডিগোরিচ নিরন্তর এমন সমস্যাগুলির সমাধান করার চেষ্টা করে যা ক্ষমতায়ানের মাধ্যমে বার্ষিক আয় বাড়াতে সাহায্য করে। তাই, ইন্ডিগো রিচ গ্রামীণ সাহারার সাথে পার্টনারশিপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ তারা এই অঞ্চলে জীবিকার উন্নয়নের কাজে অভিজ্ঞ। এই অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে, তারা নারী কৃষক প্রতিষ্ঠান তৈরি করে নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানে সক্ষম হয়েছে। যা কৃষকদের ধারাবাহিক উৎপাদনের সাথে ভলিউমও বাড়াবে। ইন্ডিগোর চিফ হিউম্যান রিসোর্স অফিসার সুখজিৎ পাসরিচা বলেন, সিএসআর-এর ৪টি স্তম্ভের মধ্যে একটি হল নারীর ক্ষমতায়ন। আমাদের লক্ষ হল মহিলাদের তাদের আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করা।

সেন্ট জুডস ইন্ডিয়া চাইল্ড কেয়ার সেন্টারের ১৫তম বর্ষ পূর্তি

বিজনেজ ডেস্ক: সেন্ট জুডস ইন্ডিয়া চাইল্ড কেয়ার সেন্টারের ১৫ বছর পূর্ণ হল। মিসেস শ্যামা এবং মিঃ নিহাল কবিরত্নে সিবিই দ্বারা ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সেন্ট জুড ইন্ডিয়া চাইল্ড কেয়ার সেন্টার ক্যান্সারের চিকিৎসাধীন শিশুদের জন্য বিনামূল্যে 'বাড়ি থেকে দূরে' পরিষেবা প্রদান করে। উল্লেখ্য, এই সব শিশুরা ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য তাদের বাবা-মায়ের সাথে ছোট গ্রাম এবং দূরবর্তী শহর থেকে আসে।

২০০৬ সালে মুম্বাইতে আটজন রোগী নিয়ে যাত্রা শুরু করে সেন্ট জুড ইন্ডিয়া চাইল্ড কেয়ার সেন্টার। বর্তমানে দেশের নয়টি শহর তথা মুম্বাই, কলকাতা, হায়দ্রাবাদ, জয়পুর, চেন্নাই, ভেলোর, গুয়াহাটি, দিল্লি এবং বারাণসীতে ৩৯টি কেন্দ্রে ৪৯২ জনেরও বেশি শিশু ও তাদের পরিবারকে পরিষেবা প্রদান করে সেন্ট জুডস।

টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতাল, AIIMS নিউ দিল্লি, টাটা মেডিকেল সেন্টার কলকাতা সহ দেশের নয়টি শহরের বিভিন্ন ক্যান্সার হাসপাতালের সাথে কাজ করে। সেন্ট জুডস শিশুদের ক্যান্সার নিরাময়, সুস্থ, সুখী জীবনযাপনের সম্ভাবনা উন্নত করতে বিনামূল্যের আবাসন এবং সামগ্রিক সহায়তা প্রদান করে। উল্লেখ্য, সেন্ট জুডসের প্রতিটি কেন্দ্রে একটি সাধারণ কমিউনিটি স্পেস সহ রান্নাঘর এবং খাবারের জায়গা রয়েছে।

লঞ্চ হল ক্যাচ সল্টস অ্যান্ড স্পাইসের নতুন ক্যাম্পেন

বিজনেজ ডেস্ক: ডিএস গ্রুপের পক্ষ থেকে ডিএস স্পাইসকো ক্যাচ সল্টস অ্যান্ড স্পাইসেসের জন্য একটি নতুন ক্যাম্পেন শুরু করেছে। যার ট্যাগ লাইন হল "কিউঁ কি খানা সীর্ফ খানা নেহি হোতা"। ক্যাচ সল্টের এই নতুন ক্যাম্পেনের ব্রান্ড অ্যাম্বাসেডর নিযুক্ত হয়েছেন অক্ষয় কুমার এবং ভূমি পেডনেকর।

ডেন্টসু ক্রিয়েটিভের কনসেপ্টের ওপর তৈরি ক্যাচ সল্টের এই ক্যাম্পেনটিতে দেখানো হয়েছে – ট্র্যাডিশনালই হোক বা আন্তর্জাতিক- যে কোন ধরনের খাবারের স্বাদ সঠিক ভাবে বজায় রাখতে গেলে সঠিক পরিমাণ ও গুণমানের নুন ও মশলার ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। সেক্ষেত্রে ক্যাচ সল্টস অ্যান্ড স্পাইস হল অনবদ্য।

ডেন্টসু ক্রিয়েটিভ নর্থের প্রেসিডেন্ট অজিত দেবরাজ বলেন, ক্যাচ সল্টস অ্যান্ড স্পাইসেস হল একটি প্রগতিশীল ব্র্যান্ড যা তার প্রিমিয়াম গুণমান এবং বিস্তৃত পণ্যের জন্য পরিচিত এবং একটি নতুন অবস্থান গ্রহণের চেষ্টা করছে। যা খাদ্যের সাথে গ্রাহকদের একটি গভীর বন্ধনে আবদ্ধ করে।

শ্যাডোফ্যাক্সের ডেলিভারি পার্টনার নিয়োগ

বিজনেজ ডেস্ক: হাইপারলোকাল ডেলিভারির জন্য ডেলিভারি পার্টনার নিয়োগ করবে শ্যাডোফ্যাক্স। শ্যাডোফ্যাক্স টেকনোলজিস হল ভারতের বৃহত্তম ক্রাউডসোর্স। যা তৃতীয় পক্ষ লাস্ট-মাইল ডেলিভারির জন্য একটি লজিস্টিক প্ল্যাটফর্ম অফার করে।

এই মরসুমে নিয়োগ ত্বরান্বিত করতে বচেয়ে বড় রেফারেল প্রতিযোগিতা তথা শ্যাডোফ্যাক্সের লজিস্টিক প্ল্যাটফর্মটি একটি চ্যাম্পিয়ন্স লীগ চালু করেছে। যা হবে সবচেয়ে রেফারেল প্রতিযোগিতা। শুরু হয়েছে ১০ অক্টোবর থেকে এবং চলবে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রতিযোগিতা চলাকালীন, বিদ্যমান ডেলিভারি পার্টনাররা রেফারেল বোনাস হিসেবে পার্টনাররা বোনাস হিসেবে ৪,০০০ টাকা পর্যন্ত এবং নতুন যোগদানকারীরা জয়েনিং বোনাস হিসেবে ১০০০ টাকা পর্যন্ত জিততে পারবেন।

শ্যাডোফ্যাক্সের মুখপাত্র বলেন, আমরা হাইপারলোকাল ডেলিভারির জন্য এই ত্রৈমাসিকে সারা দেশে ডেলিভারি পার্টনারদের নিয়োগ করছি। আমরা শ্যাডোফ্যাক্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগ চালু করেছি যা আমাদের নিয়োগের স্ত্রীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবচেয়ে বড় রেফারেল প্রোগ্রাম।

বন্ধন ব্যাংকে স্থায়ী আমানতে বেশি সুদ

বিজনেজ ডেস্ক: এক বিশেষ লিমিটেড পিরিয়ড অফার হিসেবে স্থায়ী আমানতে আরও বেশি সুদ দিচ্ছে বন্ধন ব্যাংক। ৭ নভেম্বর থেকে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত রিটেল ডিপোজিটে এই বর্দ্ধিত সুদের হার প্রযোজ্য হবে।

শুধু নতুন আমানত নয়, মেয়াদ পূর্ণ হওয়া আমানতের রিনিউয়ালের ক্ষেত্রেও এই বর্দ্ধিত সুদ দেওয়া হবে। বর্দ্ধিত সুদের ফলে গ্রাহকরা ৬০০ দিনের আমানতে ৭.৫% অবধি সুদ পাবেন। সিনিয়র সিটিজেনরা আরও ০.৫০% বা ৫০ বিপিএস বেশি সুদ পাবেন, যার ফলে ৬০০ দিনের স্থায়ী আমানতে সুদের পরিমাণ দাঁড়াবে ৮% পর্যন্ত।

সিনিয়র সিটিজেনদের ১ বছরের কম সময়ের স্থায়ী আমানতে বন্ধন ব্যাংক সুদ দেবে ০.৭৫% বা ৭৫ বিপিএস বেশি হারে।

ডিএস স্পাইসকো ক্যাচ সল্টস অ্যান্ড স্পাইসেসের নতুন ক্যাম্পেন

বিজনেজ ডেস্ক: ডিএস গ্রুপের পক্ষ থেকে ডিএস স্পাইসকো ক্যাচ সল্টস অ্যান্ড স্পাইসেসের জন্য একটি নতুন ক্যাম্পেন শুরু করেছে। যার ট্যাগ লাইন হল "কিউঁ কি খানা সীর্ফ খানা নেহি হোতা"। ক্যাচ সল্টের এই নতুন ক্যাম্পেনের ব্রান্ড অ্যাম্বাসেডর নিযুক্ত হয়েছেন অক্ষয় কুমার এবং ভূমি পেডনেকর।

ডেন্টসু ক্রিয়েটিভের কনসেপ্টের ওপর তৈরি ক্যাচ সল্টের এই ক্যাম্পেনটিতে দেখানো হয়েছে – ট্র্যাডিশনালই হোক বা আন্তর্জাতিক- যে কোন ধরনের খাবারের স্বাদ সঠিক ভাবে বজায় রাখতে গেলে সঠিক পরিমাণ ও গুণমানের নুন ও মশলার ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। সেক্ষেত্রে ক্যাচ সল্টস অ্যান্ড স্পাইস হল অনবদ্য।

ডেন্টসু ক্রিয়েটিভ নর্থের প্রেসিডেন্ট অজিত দেবরাজ বলেন, "ক্যাচ সল্টস অ্যান্ড স্পাইসেস হল একটি প্রগতিশীল ব্র্যান্ড যা তার প্রিমিয়াম গুণমান এবং বিস্তৃত পণ্যের জন্য পরিচিত এবং একটি নতুন অবস্থান গ্রহণের চেষ্টা করছে। যা খাদ্যের সাথে গ্রাহকদের একটি গভীর বন্ধনে আবদ্ধ করে।

অ্যামাজন পে'র ডিজিটাল ক্যাম্পেন

বিজনেজ ডেস্ক: অ্যামাজন পে তাদের ডিজিটাল ক্যাম্পেন আবহরদিনহুয়াআসান-এর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করল। এর উদ্দেশ্য হল দেশের ব্যবসায়ীরা কিভাবে ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন, তা তুলে ধরা। লঞ্চের পর থেকে এপর্যন্ত ৫০ লক্ষেরও অধিক ব্যবসায়ী অ্যামাজন পে ফর বিজনেস অ্যাপে সাইন-আপ করেছেন। সহজে ব্যবহারযোগ্য অ্যামাজন পে'র পেমেন্ট টুলস কিভাবে ব্যবসায়ীদের সুবিধা প্রদান করছে তা এই ক্যাম্পেন ফিল্মে তুলে ধরা হয়েছে।

আবহরদিনহুয়াআসান ক্যাম্পেন ফিল্মে প্রতিফলিত হয়েছে কেমন করে ব্যবসায়িক সংস্থার কর্ণধারদের ব্যবসায়গত সুবিধা হচ্ছে। অ্যামাজন পে ফর বিজনেস অ্যাপ ব্যবহারের দ্বারা অ্যামাজন পে আইসিআইসিআই কো-ব্র্যান্ডেড ক্রেডিট কার্ড-এর মাধ্যমে সহজে ঋণ পাওয়া, লোকাল স্টোর ওনারদের ব্যবসাবৃদ্ধির পদ্ধতি ইত্যাদিও ক্যাম্পেনে স্থান পেয়েছে।ডিজিটাল পেমেন্টের সুবিধার দিকগুলি তুলে ধরার জন্য প্রথম পর্যায়ের #আবহরদিনহুয়াআসান ক্যাম্পেন শুরু হয়েছিল ২০২১ সালে।

অক্টোবর পর্যন্ত আইজিএক্স-এর রেকর্ড বিক্রি

বিজনেজ ডেস্ক: ইন্ডিয়ান গ্যাস এক্সচেঞ্জ (আইজিএক্স) চলতি বছরের অক্টোবর পর্যন্ত ৪১,০৫,৪০০এমএমবিটিইউ (~১০৩ এমএমএসসিএম) পরিমাণ গ্যাসের লেনদেন করেছে। যা সর্বকালীন রেকর্ড। যা এই একই সময় গতবছরে লেনদেন করা ১০.৩০ এলএসি এমএমবিটিইউ থেকে ওয়াই-ও-ওয়াই ২৯৮% বেশি এবং সেপ্টেম্বর ২০২২-এ এলএ সি-এমএমবিটিইউ ১৪.৯১-এর তুলনায় ১৭৫% এমওএম বেশি। অর্থাৎ মোট মোট ২৫৪টি ট্রেড হয়েছে। যা এক মাসে সর্বোচ্চ। আইজিএক্স বর্তমানে ডে-এহেড, ডেইলি, উইকডে, উইকলি, পাক্ষিক এবং মাসিকের মতো ছয়টি ভিন্ন চুক্তিতে ডেলিভারি-ভিত্তিক ট্রেড অফার করে, যার অধীনে টানা ছয় মাস ট্রেড করা যেতে পারে।এক মাসে ২৩,০০,০৫০ এমএমবিটিইউ ভলিউম গ্যাস এক্সচেঞ্জে করা হয়েছে। উল্লেখ্য,এই মাসে, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং বেদান্ত লিমিটেডের মতো বড় স্টেকহোল্ডাররা আইজিএক্স-এর মালিকানা সদস্য হিসাবে যোগদান করেছে। ভারতের অভ্যন্তরীণ গ্যাসের চাহিদা এবং সরবরাহের আইজিএক্স-এ আবিষ্কৃত দামগুলি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেখানে প্রায় ৩০% এর দামের অনুরূপ নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ২২,৮০,৭৫০ এমএমবিটিইউ তে একমাসে আইজিএক্স ১২.৪৬ ডলার/ এমএমবিটিইউ সিলিং মূল্যের গ্যাস লেনদেন করেছে। যা ডোমেস্টিক গ্যাসের ক্ষেত্রে একটি রেকর্ড। উল্লেখ্য এই ডোমেস্টিক গ্যাস সেলিং সেক্টর রয়েছে সিজিডি, পেট্রোকেমিক্যাল, পাওয়ার, গ্লাস, সিরামিক, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি।

জাতীয় পর্যায়ে ব্রোঞ্জ জিতল কোচবিহারের অম্লানজ্যোতি

স্পোর্টস ডেস্ক: নিউদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পদক জিতলেন কোচবিহারের অম্লানজ্যোতি ঘোষ। ডিসকাস থ্রো বিভাগে ব্রোঞ্জ জেতেন তিনি। সকল কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতার নাম ন্যাশানাল কে ভি এস স্পোর্টস মিট। কোচবিহার শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অম্লানজ্যোতি কোচবিহারের গোপালপুরের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। তার এই সাফল্যে খুশির হাওয়া তার স্কুলে। উল্লেখ কলকাতা রিজিওন্যাল দলের ডিসকাস থ্রো দলের অনূর্দ্ধ ১৯ দেড় কেজি বিভাগে অংশ নেয় সে।

আট দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন জগজ্যোতি সংঘ

পার্থ নিয়োগী: পুন্ডিবাড়ি সিপাইটারি অগ্রদুত সংঘের ২৩ তম বর্ষের আট দলীয় শাহরুখ চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ও অনেশ্বরী দাস রানার্স ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল খোয়ারডাঙ্গা জগজ্যোতি সংঘ। গত ৫ নভেম্বর ফাইনাল খেলায় তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে আয়োজক সিপাইটারি অগ্রদুত সংঘ কে পরাজিত করে। নির্ধারিত সময়ের খেলার ফল১-১ ছিল। ফলে ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়ায়। ফাইনালের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন খোয়ারডাঙ্গার প্রশান্ত রায়। প্রতিযগিতার সেরা প্লেয়ার হিসেবে নির্বাচিত হন খোয়ারডাঙ্গার নবদ্বীপ নার্জিনারি। এদিন বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী তথা কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক, কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক সুকুমার রায় এবং গাজোলের বিধায়ক চিন্ময় বর্মন।

জয়ী কোচবিহার ভেটারেন্স

পার্থ নিয়োগী: গত ৫ নভেম্বর হরিণচওড়া প্রভাতী ক্লাবের মাঠে কোচবিহার ভেটারেন্স ফুটবল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এক প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচে আয়োজক কোচবিহার ভেটারেন্স ফুটবল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন দল ৪-২ গোলে বাংলাদেশের রংপুর সোনালি অতীত ক্লাবকে পরাজিত করে। কোচবিহার ভেটারেন্সের হয়ে সুমন রায় দুটি গোল করেন। বাকি গোল দুটি করেন ভেটারেন্সের শংকর চক্রবর্তী এবং বাবলু সেন। রংপুর সোনালি অতীতের হয়ে গোল করেন মাহামুদুল রহমান টিটু ও আসরাফুল ইসলাম দীপু। এদিন বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন কোচবিহার জেলা যুব ও ক্রীড়া আধিকারিক বিবি লেপচা, কোতোয়ালি থানার আইসি অমিতাভ দাস, প্রাক্তন খেলোয়াড় প্রদীপ রায়, উৎপল মজুমদার।

গঠিত হল আম্পায়ারদের নতুন কমিটি

পার্থ নিয়োগী: গত ৬ নভেম্বর কোচবিহার দেবীবাড়িতে গঠিত হল কোচবিহার জেলা ক্রিকেট আম্পায়ার্স সংস্থার নতুন কমিটি। পিনাকি রায় সচিব পদে নির্বাচিত হন। কার্যনির্বাহী সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন স্নেহাশিস চৌধুরী। কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত পদাধিকারবলে সংস্থার সভাপতি হন। মোট ১৩ জনের কমিটি তৈরি করা হয়।

জুনিয়র ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন দিশা আকাদেমি

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত অসীম ঘোষ মেমোরিয়াল চ্যাম্পিয়ন এবং সতীশ চন্দ মেমোরিয়াল রানার আপ আন্তঃ ক্লাব জুনিয়র ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হল দিশা ক্লাব এন্ড ফুটবল আকাদেমি। গত ৬ নভেম্বর কোচবিহার পুলিশ লাইন মাঠে ফাইনালে দিশা আকাদেমি ৩-০ গোলে ভানুদয়াল মিশন ফুটবল আকাদেমিকে পরাজিত করে। দিশার হয়ে মনোজিত দাস জোড়া গোল করে। আরেকটি গোল করে সুজন বর্মন। ফাইনালের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হয়ে দিশার সুজন বর্মন পান

প্রতিমা হাজরা ও নীলমণি হাজরা ট্রফি। টুর্নামেন্টে নয়টি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পান ভানুদয়াল মিশন ফুটবল আকাদেমির জয়দেব অধিকারী। ফেয়ারপ্লে ট্রফি পায় বলরামপুর মাতৃমন্দির জয়ন্তী ক্লাব। এদিন বিজয়ী দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত।

চ্যাম্পিয়ন শীতলকুচি ব্লক

স্পোর্টস ডেস্ক: মাথাভাঙ্গার নয়ারহাটে বিশেষভাবে সক্ষমদের একদিনের চার দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল শীতলখুচি ব্লক। গত ৬ নভেম্বর শিকারপুর হাই স্কুলের মাঠে এই ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার সূচনা করেন মাথাভাঙ্গার মহকুমাশাসক অচিন্ত্যকুমারহাজরা। বিশ্বনাথ মূক ও বধির স্কুলের উদ্যোগে এবং বঙ্গীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির মাথাভাঙা ১ ব্লক কমিটির দ্বারা আয়োজিত হয় এই ফুটবল টুর্নামেন্ট। ফাইনালে শীতলকুচি ব্লক দল ২-০ গোলে আয়োজক দলকে পরাজিত করে। এর আগে প্রথম সেমিফাইনালে শীতলকুচি ব্লক দল ২-০ ব্যবধানে মাথাভাঙা দুই নম্বর ব্লককে পরাজিত করে। অন্যদিকে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে আয়োজক দল মেখলিগঞ্জ ব্লক দলের বিরুদ্ধে জয় পায়। ফাইনালের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন আপিউল মিয়াঁ। টুর্নামেন্টের সেরা প্লেয়ার হিসেবে নির্বাচিত হন তপন বর্মন। এদিনের এই প্রতিযোগিতা ঘিরে শিকারপুর হাই স্কুলের মাঠে দর্শকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়বার মত।

কোচবিহার ট্রফি নিয়ে আশাবাদী ডিএসএ সচিব

পার্থ নিয়োগী: মহারাজা জগদীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর বাংলার রঞ্জি ট্রফির ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ছিলেন। তার নেতৃত্বে বাংলা ক্রিকেট দল পেয়েছিল এক অন্যমাত্রা। মহারাজার প্রদেয় অর্থে চালু হয়েছিল কোচবিহার ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। আজও মহারাজার চালু করা এই সর্বভারতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হয়ে চলেছে। এই প্রতিযোগিতায় খেলে উঠে এসেছেন বহু খ্যাতনামা ভারতীয় ক্রিকেটার। অথচ এই কোচবিহার ট্রফি ক্রিকেট কোচবিহারের মাটিতে খুব কম অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় এক দশক আগে শেষ খেলা হয়েছিল কোচবিহারের রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে কোচবিহার ট্রফির। সেই সময় খেলে গিয়েছিলেন সৌরভ তেওয়ারি, চিরাগ গান্ধীর মত ক্রিকেটার। খেলা দেখতে উপস্থিত হয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন ফাস্ট বোলার তথা সেসময়কার নির্বাচক কুরুভিল্লা। এরপর তোর্সা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। আর কোন খেলা হয়নি এই শহরের বুকে কোচবিহার ট্রফির। তবে আশার কথা কোচবিহার

ট্রফির খেলা আবার কোচবিহারে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছেন কোচবিহার জেলা ক্রিকেট সংস্থার বর্তমান সচিব সুব্রত দত্ত। সম্প্রতি কোচবিহার রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে পূর্বোত্তরের সাথে একান্ত আলাপচারিতায় এই কথা বলেন। সুব্রত বাবু বলেন, কিছুদিন আগে সদলবলে কোচবিহারে এসেছিলেন সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া। তখন কোচবিহার ট্রফির খেলা কোচবিহারের বুকে আয়োজন করা নিয়ে সুব্রত বাবু অভিষেক ডালমিয়ার সাথে আলোচনা করেন। সেসাথে সুব্রত বাবু উল্লেখ করেন কোচবিহারের পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষও এই প্রতিযোগিতা কোচবিহারে করা নিয়ে এক অনুষ্ঠানে অভিষেক ডালমিয়া কে বলেন। কোচবিহার ট্রফি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ একটি চিঠিও পাঠিয়েছেন বলে দাবী করেন সুব্রত বাবু। তাই আবার শীতের রৌদ্রে কমলালেবু খেতে খেতে গ্যালারিতে গায়ে রোদ লাগিয়ে কোচবিহার ট্রফির ম্যাচ রাজনগরে আবার দেখার এক সোনালীরেখা দেখা যাচ্ছে।

ফুটবল উপহার প্রাক্তন ফুটবলারের

স্পোর্টস ডেস্ক: সমীর ঘোষ একজন প্রাক্তন খ্যাতনামা ফুটবলার কোচবিহারের। অবসর নিলেও ফুটবলের উন্নতিতে আজও তিনি নিয়োজিত। নতুন ফুটবলার দের পাশে গিয়ে দারান সবসময়। সম্প্রতি তিনি শুনেছিলেন তুফানগঞ্জ ফিমেল আকাদেমিতে ফুটবলের অভাবের কথা। আর শোনামাত্রই ছয়টি ফুটবল তিনি উপহার দিলেন তুফানগঞ্জ ফুটবল আকাদেমিকে। এই উপহার পেয়ে আপ্লুত ফিমেল আকাদেমি কতৃপক্ষ। তারা এরজন্য সমীর বাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদও জানিয়েছেন।

জেনকিন্স স্কুলের প্রাক্তনিদের দ্বারা আয়োজিত জেনকিন্স স্কুল প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগ (জেপিএল) এর উদ্বোধন করছেন জেলাশাসক তথা জেনকিন্স স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি পবন কাদিয়ান, উপস্থিত আছেন সাথে এনবিএসটিএসসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, চিকিৎসক অর্নিবাণ রায় এবং জেনকিন্স স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রিয়তোষ সরকার।

উশুতে ব্রোঞ্জ পেলেন বিশ্বজিৎ

স্পোর্টস ডেস্ক: সর্বভারতীয় উশু সংস্থা আয়োজিত ৩১ তম জাতীয় উশু প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পেলেন কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের বিশ্বজিৎ রায়। পেশায় তিনি কুচলিবাড়ির থানার সিভিক ভলান্টিয়ার। জম্মু কাশ্মীরের এসকে ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বজিৎ উশুর ট্রাডিশনাল বিভাগে নেমেছিলেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96